MIJAN
সাপ্তাহিক
মীযান
RNI Regd. No. 30196/1991

৪৮ বর্ষ ☆ ৪৪-৪৫ সংখ্যা ☆ ১৫ আগস্ট ২০২১, রবিবার ☆ ২৯ শ্রাবণ ১৪২৮ ☆ ৫ মুহাররম ১৪৪২ ☆ মূল্য ৫.০০ টাকা ☆ Vol 48, Issue 44-45, 15 August 2021 ₹- 5.00



আব্দুল ফাত্তাহ অডিটোরিয়ামে এইচ আর ডি বিভাগের ট্রেনিং ক্যাম্পে বক্তব্য রাখছেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের সহ-সভাপতি আমিনুল হাসান সাহেব। উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য সভাপতি মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি মুহাম্মাদ নুরুদ্দীন শাহ, রাজ্য সম্পাদক মশিউর রহমান সাহেব, তাহেরুদ্দিন সেখ প্রমুখ।

জামাআতের এইচ আর ডি বিভাগের উদ্যোগে চার দিনের ট্রেনিং ক্যাম্প

মীযান ডেস্ক: জামাআতে ইসলামী হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে কলকাতার আব্দুল ফাত্তাহ অডিটোরিয়ামে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০০ জন বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের চার দিনের এইচ.আর.ডি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসাবে আলোচনা রাখেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের ভাইস প্রেসিডেন্ট (নায়েবে আমীর) জনাব আমিনুল হাসান সাহেব। পবিত্র কুরআনের দারস দানের সঠিক পদ্ধতি, বক্তব্য প্রদানের মৌলিক উপাদান সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

যুক্তির আলোকে আখেরাতের বিশ্বাস, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সংগঠনে তার ব্যবহার, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জামাআতে ইসলামী হিন্দের ভূমিকা, ইসলামী দর্শনের বিভিন্ন দিক-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন রাজ্য সভাপতি (আমীরে হালকা) মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব, সাবেক আমীরে হালকা নুরুদ্দিন শাহ সাহেব, সেক্রেটারি হালকা মসিউর রহমান সাহেব, ইসলামী সমাজ বিভাগের সেক্রেটারি মাওলানা তাহেরুল হক সাহেব, রাজ্য এইচ.আর.ডি সেক্রেটারি নাসিম আলি সাহেব, মিডিয়া সেক্রেটারি ডা. মসিহুর রহমান সাহেব, সহকারী দাওয়াহ সেক্রেটারি তাহেরুদ্দিন সাহেব, শিক্ষা বিভাগের সহকারি সম্পাদক আব্দুল আজিজ সাহেব, রাজ্য সহকারী এইচ.আর.ডি সেক্রেটারি মমতাজ আহমেদ ইসলাম প্রমুখ।

চার দিনের ক্যাম্পে বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাইকৃত কর্মীদের উপস্থিতি ভালই ছিল। ৬-৭ আগস্ট এবং ৮-৯ আগস্ট-এই চার দিন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেন প্রশিক্ষণ দাতারা। নারী ও পুরুষ কর্মীরা ক্যাম্পে হাজির ছিলেন।

বিরোধীদের বৈঠকে বিশেষ আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে

২০ আগস্ট সোনিয়া-মমতার আলোচনা



মীযান ডেস্ক: সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজধানী শহর দিল্লীর উদ্দেশে রওনা দেবেন। এটা মোটামুটি ঠিক হয়েছে। কিন্তু তার মাঝেই এবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপি বিরোধী বৈঠকে আমন্ত্রণ জানালেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। গত মাসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়াদিল্লিতে এসে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করে গিয়েছেন। তার পর এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এখন ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে বিরোধী জোট। বাদল অধিবেশন জুড়ে ঘন ঘন বৈঠক হতে দেখা গিয়েছে। এবার বিরোধীদের জন্য একটি বিশেষ ভার্চুয়াল বৈঠকের আয়োজন করছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। আগামী ২০ অগস্ট এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে আমন্ত্রণ পেয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, কংগ্রেস সভানেত্রী বিশেষ পরিকল্পনা করেছেন। তিনি আলোচনা করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্ধব ঠাকরে-সহ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বাদল অধিবেশনে সংসদে বিরোধীরা নিজেদের মধ্যে যে ঐক্য দেখিয়েছে, আর সেটাকে ধরে রাখতে এই বৈঠকের আয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি কোনও বিশেষ পরিকল্পনা এই বৈঠকে হতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে।

॥ *এরপর তিনের পাতায়*

অবশেষে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হচ্ছে আরবি কোর্স: উচ্চ শিক্ষা দফতর

মীযান ডেস্ক: অবশেষে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে চালু হল আরবি কোর্স। গত ১৪ জুলাই মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২১-২২ বর্ষে যে ১৪টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠনপাঠন করার সার্কুলার জারি করা হয়েছিল তার মধ্যে আরবি ছিল না। এই নিয়ে মুসলিম সমাজ থেকে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। অবশেষে আজ শুক্রবার রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতরের স্পেশাল সেক্রেটারি এক সার্কুলার জারি করে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সুজাতা বাগচি ব্যানার্জিকে জানিয়ে দেন, ২০২১-২২ বর্ষে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০টি আসন বিশিষ্ট আরবি কোর্স চালু করা হল। ফলে, চাপে পড়ে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা মুর্শিদাবাদের মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালেয়ে স্নাতকোত্তরে আরবি কোর্স চালু করতে বাধ্য হল।

উল্লেখ্য, গিত ১৪ জুলাই মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় যে ১৪টি বিষয়ের কতা বলেছিল সেগুলি হল, বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃত, শিক্ষাবিজ্ঞান, ইংরেজি, অঙ্ক, আইন, ফিজিওলজি, সেরিকালচার, ফিজিক্স, বোটানি ও ভূগোল। এবার তার সঙ্গে আরবি যোগ হওয়ায় মোট ১৫টি কোর্স পড়ানো হবে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

Government of West Bengal
Department of Higher Education
University Branch
BikashBhavan, 6th Floor, Bidhannagar, Kolkata – 700 091.

No. 739 – Edn (U)/HED-12016(55)/4/2021-UNV SEC-Dept. of HE Date: 13.08.2021

From: Special Secretary to the Government of West Bengal.

To: The Vice-Chancellor,
Murshidabad University,
Berhampore, Murshidabad.

Sub: Introduction of new P. G. course from academic session 2021-22 in respect of Murshidabad University, Berhampore, Murshidabad.

Ref.: *Your Letter No. MU(VC)/108/2021-22 dated 11.08.2021.*

Madam,

With reference to the above, I am directed to communicate 'IN PRINCIPLE' approval of this Department to introduce P. G. Course in Arabic in your University from the academic session 2021-22 with intake capacity of 80 students.

This is issued with the approval of Hon'ble Minister-in-Charge of this Department.

Yours faithfully,
Special Secretary

No. 739/1(2) – Edn (U) Date: 13.08.2021

Copy forwarded for information to:-

1. Private Secretary to the Hon'ble Minister-in-Charge of this Department;
2. Sr. P. S. to the Principal Secretary of this Department.

Special Secretary

মুকুল রায়কে কেন দেওয়া হল পিএসির চেয়ারম্যান পদ?

স্পিকারের কাছে হলফনামা তলব হাইকোর্টের



মীযান ডেস্ক: মুকুল রায়কে কীভাবে বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হল? বিধানসভার স্পিকারের কাছে জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট।

বিধানসভা ভোটে বিজেপির হয়ে জয় লাভ করেন মুকুল রায়। জেতেন কৃষ্ণনগর উত্তর আসন থেকে। কিন্তু পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। যদিও বিজেপি ছাড়েননি তিনি। এরপরই দলত্যাগ বিরোধী আইনে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের দাবি তোলে পদ্ম শিবির।

এরমধ্যেই মুকুল রায়কে বিধানসভার পিএসি কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। যার প্রতিবাদে স্পিকার ও রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ করেছে গেরুয়া শিবির। তবে, শাসক দল তৃণমূলের দাবি, মুকুল রায় এখনও বিজেপি বিধায়ক। তাই বিধানসভার রীতি এক্ষেত্রে ভঙ্গ হয়নি। বিরোধী দল থেকে একজন অভিজ্ঞ বিধায়ককে পিএসি কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

যা মানতে নারাজ বিজেপি। প্রতিবাদে বিধানসভার সব কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন গেরুয়া বিধায়করা। এই ইস্যুতে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিতে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা আগেই জানিয়েছিল বিজেপি পরিষদীয় দল। বিরোধী দলনেতা কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েছিলেন যে, গত ১০ বছরে একটাও দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর হয়নি বাংলায়। শুভেন্দুর কথায়, 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে শুনানির নিষ্পত্তি হয় সেজন্য আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়ার চিন্তাভাবনা করেছি।'

এরপরই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পিএসি বিতর্কে হাইকোর্টের জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়। সেই মামলায় এবার স্পিকারের হলফনামা তলব করলেন বিচারপতি। রাজ্য রাজনীতিতে এই ঘটনা যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী। সূত্রের খবর, স্পিকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আদালতে এই বিষয়ে হলফনামা পেশ করবেন বলে জানিয়েছেন।

'মোদীজি কতটা ভয় পেয়েছেন'

দলের টুইটার অ্যাকাউন্ট ব্লক করা নিয়ে মোদিকে কটাক্ষ কংগ্রেসের

মীযান ডেস্ক: ব্লক করে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট। এমনই দাবি করল শতাব্দী প্রাচীন দল। পাশাপাশি দেশজুড়ে ৫,০০০ কংগ্রেস নেতাকর্মীদের টুইটার অ্যাকাউন্টও ব্লক দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে কংগ্রেসের তরফে বলা হয়েছে, 'মোদীজি কতটা ভয় পেয়েছেন?'

সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগের প্রধান রোহন গুপ্ত বলেন, 'কংগ্রেস পুরোপুরি সরকারের চাপের মধ্যে আছে। কারণ দিনকয়েক আগেই জাতীয় তফসিলি জাতি কমিশনের টুইটার অ্যাকাউন্টের তরফে শেয়ার করা ছবি সরিয়ে দেয়নি।' সেই তালিকায় আছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রণদীপ সুরজেওয়ালা, কে সি ভেনুগোপাল, অজয় মাকেন, মানিকরাম ঠাকুর, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং, মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি সুস্মিতা দেবের অ্যাকাউন্টও 'লক' করে দেওয়া হয়েছে।

টুইটার অ্যাকাউন্ট 'ব্লকের' ছবি পোস্ট করে ইনস্টাগ্রামে কংগ্রেসের তরফে লেখা হয়েছে, 'কংগ্রেসের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দিয়েছে টুইটার ইন্ডিয়া। মোদীজি কতটা ভয় পেয়েছেন? মনে রাখবেন, শুধুমাত্র সত্য, অহিংসা এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্গী করে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে কংগ্রেস। আমরা তখন জিতেছিলাম, আমরা আবারও জিতব।' বিষয়টি নিয়ে



> **কংগ্রেসের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দিয়েছে টুইটার ইন্ডিয়া। মোদীজি কতটা ভয় পেয়েছেন? মনে রাখবেন, শুধুমাত্র সত্য, অহিংসা এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্গী করে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে কংগ্রেস। আমরা তখন জিতেছিলাম, আমরা আবারও জিতব।**

'হিন্দুস্তান টাইমস'এর তরফে টুইটারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তবে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

শনিবার থেকেই টুইটারের সঙ্গে ছায়াযুদ্ধে জড়িয়েছে কংগ্রেস। সেদিন কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছিল, রাহুল গান্ধীর টুইটার অ্যাকাউন্টের সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে। যদিও টুইটারের তরফে সেই দাবি উড়িয়ে দেওয়ার পর হাত শিবিরের তরফে দাবি করা হয়েছিল, সাময়িকভাবে লক করে দেওয়া হয়েছে রাহুলের টুইটার অ্যাকাউন্ট। এখনও রাহুলের অ্যাকাউন্টে কোনও পোস্ট করা হয়নি। বিষয়টি বিয়ে 'হিন্দুস্তান টাইমস'-এর তরফে টুইটারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তবে প্রাথমিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এমনিতে অবশ্য একাধিক নীতি আছে, যে নীতির আওতায় কোনও অ্যাকাউন্ট নিয়ম লঙ্ঘন করলে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান আছে।

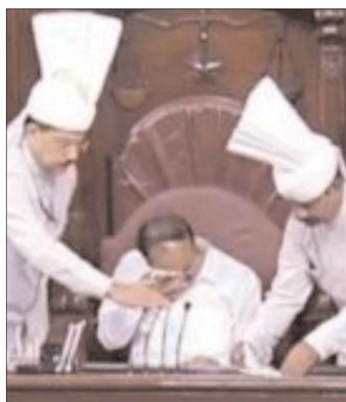
গত সপ্তাহের বুধবার দিল্লি ধর্ষণ কাণ্ডে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন রাহুল। সেখানে তাঁর সঙ্গে সংবাদমাধ্যমেরও অনেকে ছিলেন। পরে টুইটারে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে রাহুল লিখেছিলেন, 'মা-বাবার কান্না শুধু একটা কথাই বলছে—তাঁদের মেয়ে, দেশের মেয়ে ন্যায়বিচারের অধিকারী। আর বিচারের সেই পথে আমি তাঁদের সঙ্গে আছি।' সেই টুইট নিয়ে প্রথম থেকেই সরব হয়েছিল বিজেপি। জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র অভিযোগ করেছিলেন, পকসো আইনের ৭৪ নম্বর ধারা ভঙ্গ করেছেন রাহুল। তারপর জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের তরফে টুইটারকে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদিও কংগ্রেসের সূত্রে দাবি করা হয়, কোনও আইন ভঙ্গ করেননি রাহুল। পরিবারের অনুমতি নিয়েই ছবি পোস্ট করা হয়েছে।

বিরোধী আচরণে সংসদের পবিত্রতা নষ্ট! কেঁদে ফেললেন বেঙ্কাইয়া নাইডু

মীযান ডেস্ক: বিরোধী হল্লায় বারেবারে মুলতুবি হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। পেগাসাস, পেট্রোলডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিসহ একাধিক ইস্যুতে সরব হয়ে সংসদকক্ষে হল্লা বাধিয়েছেন বিরোধী দলের সাংসদরা। সেই প্রসঙ্গ টেনে বুধবার রাজ্যসভায় কেঁদে ফেললেন উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডু। বিরোধীদের আচরণে সংসদের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। এই অভিযোগে খানিকটা তাদের উপর ক্ষুব্ধ হয়েই কেঁদে ফেলেন নাইডু।

বুধবার রাজ্যসভা বসলে তিনি বলেন, 'বিরোধী আচরণে সংসদের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। গণতন্ত্রের পবিত্র স্থানে মঙ্গলবার যা ঘটেছে, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসাবে তার পরিণাম ভেবে আমি সত্যিই ভীত। সারা রাত ঘুমোতে পারিনি।' এদিকে, মঙ্গলবার তীব্র আকার নিয়েছিল বিরোধীদের বিক্ষোভ। তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে বিরোধীরা মঙ্গলবার রাজ্যসভায় রিপোর্টার্স টেবিলের সামনে বসে পড়েন। এক সাংসদ উত্তেজিত হয়ে বিধিনিয়মের ফাইল ছুঁড়ে মারেন ডেপুটি চেয়ারম্যান ভুবনেশ্বর কলিতার দিকে।

এতেই আরও ক্ষুব্ধ হয়েছেন উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান। অপরদিকে, বিরোধী হট্টগোলে প্রত্যাশা মতো কাজ না হওয়ায় বুধবার থেকে স্থগিত হয়ে গেল লোকসভার অধিবেশন। সময়ের দু'দিন



আগেই সংসদের নিম্নকক্ষে বাদল অধিবেশনে ইতি টানলেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। সূচি মেনে ১৩ অগাস্ট বাদল অধিবেশন শেষ হওয়ার কথা।

যদিও এই সিদ্ধান্তের সমালোচনায় সরব কংগ্রেস। লোকসভায় দলের নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, 'হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোনও জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি। বাদল অধিবেশনের গোটা পর্ব জুড়ে, আজ প্রথম বার মোদীজিকে দেখলাম। যখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন উনি এসেছেন। ওবিসি বিল ছাড়া কোনও বিল নিয়েই আলোচনা হয়নি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাশ করানো হয়েছে বিল। বিরোধীরা বক্তব্যও সম্প্রচার করে না এই সরকার।'

দিলীপের পোস্টারে কন্যাশ্রী হল কন্নাশ্রী!

মীযান ডেস্ক: বাংলায় নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু বানান বিভ্রাটের জেরে কটাক্ষের মুখে পড়লেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর পোস্টারে 'কন্যাশ্রী' হয়ে যায় 'কন্নাশ্রী'। তা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে খোঁচা দেওয়া হয়, যিনি দাবি করেন যে গরুর দুধে সোনা আছে, তাঁর থেকে আর বেশি কী আশা করা যেতে পারে।

বাগনান 'গণধর্ষণকাণ্ডের' প্রতিবাদে বুধবার সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি সাংসদরা। সেখানে ছিলেন দিলীপ, লকেট চট্টোপাধ্যায়, দেবশ্রী চৌধুরী, অর্জুন সিংরা। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় দিলীপের হাতে থাকা পোস্টারের বানানে। দিলীপের পোস্টারে লেখা ছিল, কন্যাশ্রী চাই



না, নারী সম্মান চাই। কিন্তু 'কন্যাশ্রী' হয়ে গিয়েছিল 'কন্নাশ্রী'। 'চাইএ 'ই' কারের মাত্রাও উলটে যায়। যা নিয়ে নেট দুনিয়ায় তুমুল কটাক্ষের মুখে পড়েন দিলীপ। তুমুল রসিকতাও করা হয়। সুযোগ বুঝে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূলও। কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করেন, বানান শিখে তারপর প্রতিবাদ করা উচিত বিজেপির। তৃণমূলের মুখপাত্র তাপস রায় আবার কটাক্ষ করেন, বিজেপি নাকি আবার সোনার বাংলা গড়তে এসেছিল! বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংস করে দেবে বিজেপি।

হিমাচল প্রদেশে ভূমিধসে নিহত ১১, নিখোঁজ প্রায় ৩০



মীযান ডেস্ক: হিমাচল প্রদেশে ভূমিধসে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ অন্তত ৩০ জন। বুধবার বিকেলে হিমাচল প্রদেশের কিন্নার জেলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ধ্বংসাবশেষের নিচে বেশ কিছু যানবাহন চাপা পড়েছে।

সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে এ কথা জানানো হয়। ভূমিধসের ফলে রেকং পিও-সিমলা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ভূমিধসে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি যাত্রীবাহী বাস, একটি ট্রাক ও কয়েকটি কার চাপা পড়েছে। বাসটি ৪০ জন যাত্রী নিয়ে সিমলা যাচ্ছিল।

স্থানীয় একজন কর্মকর্তা সংবাদ সংস্থাকে জানান, ২৫ থেকে ৩০ জন বাসযাত্রী বাসের ভেতরে আটকা পড়েছেন কিংবা চাপা পড়ে মারা গেছেন। এ ছাড়া দশজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার একটি ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, পাহাড়ধস ও বড় বড় পাথর বিকট শব্দে মহাসড়কে থাকা যানবাহনের ওপর আছড়ে পড়ছে। ইন্দোতিব্বত বর্ডার পুলিশের (আইটিবিপি) দুই শতাধিক সেনা উদ্ধারকাজে পাঠানো হয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের (এনডিআরএফ) সাহায্য চাওয়া হয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর। তিনি বলেন, 'আমি পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে উদ্ধার অভিযান চালানোর জন্য নির্দেশনা দিয়েছি। একটি বাস ও একটি ব্যক্তিগত গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। দুর্ঘটনার বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

গত কয়েক সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির কারণে হিমাচল প্রদেশের অনেক এলাকাতেই বেশ কিছু ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে।

বিরোধীদের বৈঠকে বিশেষ আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে

॥ *প্রথম পাতার পর*

এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন থেকে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। এই বৈঠকেই নয়াদিল্লিতে বিরোধীদের পরবর্তী মধ্যাহ্নভোজ বা নৈশভোজের আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেটা সেপ্টেম্বরেই রাখতে চাইছেন সোনিয়া গান্ধী। তাহলে বাংলার ফায়ার ব্র্যান্ডে লেডি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পাওয়া যাবে।

সূত্রের খবর, জোটের ফর্মুলা আগে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশান্ত কিশোরকে দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। এবার কংগ্রেসের পরিকল্পনা রয়েছে এই বিরোধী জোটকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। তাই বিরোধী দলগুলি কংগ্রেসের রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের ঘরে বৈঠক করেন। এরপর তাঁরা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সংসদ ভবন থেকে বৈঠক শেষে বিজয় চকে আসেন। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করেন রাহুল গান্ধী।

উত্তর ২৪ পরগণার মিডিয়া কর্মীদের নিয়ে অন লাইনে মিডিয়া ওয়ার্কশপ

মীযান ডেস্ক: গত ১১ আগস্ট, বুধবার সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিটে উত্তর ২৪ পরগণার মিডিয়া কর্মীদের নিয়ে অন লাইনে মিডিয়া ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। দারসে কুরআন দিয়ে প্রোগ্রামের শুভ সূচনা হয়। মাওলানা রফিকুল ইসলাম সাহেব, জেলা নাযিম প্রোগ্রামে সূচনা করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সহকারি জেলা নাযিম আব্দুল আজিজ সাহেব।

"ইস্যু সিলেকশন, কন্টেন্ট গঠন এবং ভাইরাল করানোর পদ্ধতি"—এই বিষয়ে, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করেন সোশ্যাল মিডিয়ার ইনচার্জ মুস্তাফিজুর রহমান। "জনমত গঠনে সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব"—এতে বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারি হালকা মসিউর রহমান। "মিডিয়ার অপরিহার্যতা এবং আমাদের করণীয়"—এই বিষয়ে আমীরে হালকা জনাব আব্দুর রফিক সাহেব বক্তব্য রাখেন।

'ফেক নিউজ প্রতিরোধে আমাদের ভুমিকা কি হতে পারে'—এতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য যুব সম্পাদক ওসমান গণি। "আগামী দিনের পরিকল্পনা ও কর্ম কৌশল"—এই বিষয়ে সংগঠনের যথার্থ দিক নির্দেশনা দেন মীযান সম্পাদক ও মিডিয়া এবং মিল্লি বিভাগের সেক্রেটারি ডা. মসিহুর রহমান।

এই প্রোগ্রামে উল্লেখযোগ্য দিক হল এতে নারীরাও অংশগ্রহণ করেন। আগামী দিনে মিডিয়ায় যথযথ কাজের জন্য কর্মীরা গাইড লাইন এই ওয়ার্কশপে লাভ করেন।

লালগোলায় জামাআতের সাংগঠনিক তারবিয়াতি ইজতেমা অনুষ্ঠিত হলো



মীযান ডেস্ক: জামাআতে ইসলামী হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ হালকার উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা আল মাহাদুস সালাফী মাদ্রাসায় ভগবানগোলা ১২ লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ ১২ ও সাগরদিঘি ব্লকের সকল স্তরের দায়িত্বশীল, দায়িত্বশীলা ও আরকানদের নিয়ে সাংগঠনিক তারবিয়াতি ইজতেমা অনুষ্ঠিত হলো আলহামদুলিল্লাহ।

উপস্থিত ছিলেন আমীরে হালকা মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব, সেক্রেটারি হালকা মসিউর রহমান সাহেব, জেলা নাজিম মুহাঃ মুত্তালিব সাহেব, সহকারী জেলা নাজিম ওয়াসেফ আলি সাহেব ও আব্দুল্লাহি কাফি সাহেব, জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আব্দুস সামাদ ও জাকির হোসেন সাহেব সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।



১০ই আগস্ট নদীয়া জেলায় সাংগঠনিক তারবিয়াতি ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।



কলকাতায় রিফা চেম্বারস অফ কমার্সের উদ্যোগে আলোচনা সভা

মীযান ডেস্ক: রিফা চেম্বারস অফ কমার্সের উদ্যোগে কলকাতার হোচিমিন সরণির একটি প্রেক্ষাগৃহে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়িদের নিয়ে আলোচনা সভা হয়েছে।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব সাইয়েদ আমিনুল হাসান সাহেব, রিফা চেম্বারস অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক আফজাল বেগ সাহেব, জাতীয় কো-অর্ডিনেটর সালাহুদ্দিন সাহেব, আমীরে হালকা মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব, জামাআতের রাজ্য দাওয়াহ সম্পাদক সাদাব মাসুম সাহেব, জামাআতের ব্যবসা ও শিল্প বিভাগের রাজ্য সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আসলাম পারভেজ সাহেব, প্রমুখ। এই সভায় রিফা চেম্বারস অফ কমার্সের কর্ম পরিকল্পনা, কার্যাবলী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়।

আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ও সাহাবিদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন জামাআতের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব সাইয়েদ আমিনুল হাসান সাহেব।জনাব আফজাল্ বেগ সাহেব শিল্প, কারখানা স্থাপন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেত্রে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের যৌথ উদ্যোগের গুরুত্বের প্রতি বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেন।

সালাহুদ্দিন আহমেদ সাহেব রিফা চেম্বারস অফ কমার্সের সদস্য পদ গ্রহণ, এর সাংগঠনিক কাঠামো, স্থানীয় পর্যায়ে এর সম্প্রসারণ, ব্যবসায়িক সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন।

একই দিনে কলকাতার এম এম মডেল স্কুলেও এই প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয়। এ দিনের প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন রিফা চেম্বারস অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক আফজাল বেগ সাহেব, জাতীয় কো-অর্ডিনেটর সালাহুদ্দিন সাহেব, আমীরে হালকা মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব, সেক্রেটারি হালকা মসিউর রহমান সাহেব, ব্যবসা ও শিল্প বিভাগের রাজ্য দায়িত্বশীল আসলাম পারভেজ সাহেব, রাজ্য যুব সম্পাদক ওসমান গনি সহ অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি বর্গ। ব্যবসায়িক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন জনাব আফজাল্ বেগ সাহেব।

তিনি শিল্প, কারখানা স্থাপন, বাবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ইত্যাদির বিষয়ে আলোকপাত করেন। রিফা চেম্বারস অফ কমার্সের সদস্য পদ গ্রহণ, এর কাঠামো, স্থানীয় পর্যায়ে এর সম্প্রসারণ, সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। দীর্ঘ সময় ধরে ডিসকাস ও প্রশ্ন ও উত্তর পর্ব চলে। আমীরে হালকার সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে প্রোগ্রাম শেষ হয়।

পঠন-পাঠন চালুর দাবি এসআইও

ইব্রাহিম মন্ডল, রাজার হাট: করোনা পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন বন্ধ রয়েছে, পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল খুলেছে। এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গেও যাতে শিক্ষাঙ্গন খুলে দেওয়া হয় তার জন্য রাজ্য জুড়ে পথে নেমে আন্দোলন করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে ছাত্র সংগঠন এসআইও পশ্চিমবঙ্গ। তারই অংশ হিসেবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাখার উদ্যোগে রবিবার হাতে লেখা এবং ডিজিটাল পোস্টার প্রকাশ করে আন্দোলনের ডাক দিল। সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা সভাপতি মহ আশরাফুজ্জামান বিবৃতিতে বলেন, 'করোনা মহামারীর কারণে দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক থেকে শহরতলীর ছাত্র দের পড়াশোনার হালহকিকত খুবই শোচনীয়। অনতিবিলম্বে স্কুলে পঠনপাঠন চালু করা দরকার। সরকারের প্রচেষ্টা এবং জনগনের সচেতনতায় বর্তমান পরিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক তাই বর্তমানে সবকিছুই খোলা। স্কুলছুট নিয়ন্ত্রণে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে দ্রুত স্বাস্থ্যবিধি মেনে পঠনপাঠন চালু করতে হবে।'



সংগঠনের জেলা সম্পাদক গাজী তৌফিক ইসলাম বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার ফলে সবকিছু খোলা রাজনৈতিক মিটিং মিছিল বাজার ঘাট শিক্ষাঙ্গন কেন বন্ধ? দ্রুত পঠনপাঠনের দাবিতে সংগঠন লাগাতার কর্মসূচি করবে, অভিভাবক সচেতনতা বৃদ্ধি, মানববন্ধন, পথসভা, ছাত্র সমাবেশ ইত্যাদি।'

উক্ত কর্মসূচির আন্দোলনের প্রতি সহমত ও সহযোগিতা কামনা করেন জামাআত ইসলামী হিন্দ এর উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি মাওলানা রফিকুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষক মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব, বিশিষ্ট প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক আজিজুল ইসলাম গাজী, ছাত্র সংগঠনের জেলা বিভাগীয় সম্পাদক মিজানুর জামান মন্ডল, মিনহাজুল রহমান প্রমুখ।

সম্পাদকীয়..

মীযান

৪৮ বর্ষ ● ৪৪-৪৫ সংখ্যা ● ১৫ আগস্ট ২০২১ ● ২৯ শ্রাবণ ১৪২৮

বন্যার মোকাবিলায় আধুনিক মানের পরিকল্পনা প্রয়োজন

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি) ব্যারেজ থেকে জল ছাড়লে তার দায় বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। আর না ছাড়লে যে বিশাল ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়, তা পূরণ করা মুশকিল বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। আবার ব্যারেজের ছাড়া জল মানুষের বসতি এলাকা প্লাবিত করে দিলে তা সামলানোর দায় রাজ্য সরকারের ওপর বর্তায়।

প্লাবনের এই চরিত্র, কুটকাচালি রাজ্যবাসী বহু যুগ থেকে দেখে আসছে। যখন প্লাবন শুরু হয়ে যায় তখন রাজ্যসরকার একে মানুষের তৈরি ম্যান মেড বলে অভিযোগ দিতে শুরু করে। কেন্দ্র সরকার ম্যান মেড তত্ত্বের বিষয়ে নিশ্চুপ থাকে। কখনো কখনো রাজ্য সরকারের অভিযোগের জবাব রাজনৈতিকভাবে কেন্দ্রীয় শাসক দলের কোনো না কোনো নেতা উত্তর দিয়ে থাকেন। যেমন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যান মেড কথাটির বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এবারে অতিবৃষ্টি যে হয়নি এমনটা নয়। অতিবৃষ্টির দরুন জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে বন্যা পরিস্থিতি ব্যাপক হয়েছে। বিশেষ করে হাওড়া জেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাওড়া জেলার সাথে হুগলির খানাকুল এলাকা, আরামবাগ, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল বন্যা প্লাবিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ জলবন্দি হয়ে পড়েছে। হাজার হাজার মানুষ ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। ত্রাণকার্যে সরকার তৎপর রয়েছে। খানাকুলে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা উদ্ধার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের কাছে আধুনিক যন্ত্রাংশ থাকার সুবাদে উদ্ধারকার্য সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। এছাড়া সেনাবাহিনীকে ট্রেনিং সেই মাত্রায় দেওয়া হয়ে থাকে।

শুধু সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করলে হবেনা। রাজ্য সরকারের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে তৎপর করতে হবে। দপ্তর কর্মীদের আধুনিক মানের ট্রেনিং অবশ্যই দিতে হবে। প্রয়োজনীয় আধুনিক মানের প্রযুক্তি, যন্ত্রাংশের ব্যবহারের জন্য সেগুলির যথাযথ সরবরাহ দরকার। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টকে এতটা বলশালী, যোগ্য এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করতে হবে যাতে সেনাবাহিনীর তলবের খুব একটা প্রয়োজন অনুভূত না হয়। রাজ্য সরকারের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের তেমন উপযুক্ত হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

অতিবৃষ্টির ফলে জলাধারগুলিতে জল জমে এতটাই যার ফলে কর্তৃপক্ষকে জল ছাড়তে হয়। এখন এর সমাধান সূত্র কি নেই? জল দেদার ছাড়া হবে আর এলাকার পর এলাকা প্লাবিত হতে থাকবে, মানুষ মরবে, গবাদিপশুর প্রাণহানি হবে, ঘরবাড়ি ধসে পড়বে, হেক্টর হেক্টর জমি জলমগ্ন হয়ে মানুষের চাষে ব্যাপক ক্ষতি হবে কতদিন এটা মেনে নেওয়া যায়।

ব্যারেজ থেকে জল ছাড়লে প্লাবিত হয়ে যায় জনবসতি। যদি ছাড়া কিছুটা না হয় তো সে ক্ষেত্রে জলাধার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। অতিবৃষ্টিতে সৃষ্ট এই পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক সমাধান সূত্র কারো জানা নেই। যদি তাৎক্ষণিক সূত্র না জানা থাকে, এর স্থায়ী সমাধান কি হতে পারে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে একসঙ্গে বসে ভাবতে হবে। উন্নত দেশগুলি এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করছে তার সুলুক সন্ধান দিতে আপত্তি কোথায়?

মুখ্যমন্ত্রী সঠিক বলেছেন। তিনি অনেক আগেই ডিভিসি জলাধার এবং সংলগ্ন পরিকাঠামো সংস্কার ও আধুনিকীকরনণের দাবি তুলেছিলেন।বিবিসির জলাধার এর ধারণক্ষমতা ১.২ লাখ একর ফুট করা গেলে সমস্যা রোখা যেত। কিন্তু সেই দাবি কেন্দ্র সরকার কেন মানেনা তা অবাক করার বিষয়। মানুষের সমস্যার সমাধানে সরকার। সরকার কেন এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না তার জন্য জনগণ আওয়াজ ওঠাতেই পারে।

এছাড়াও আন্তনদী সমস্যা যদি থেকে থাকে তার সমাধান হওয়া একান্ত দরকার। এটা যে সমস্যা নয় তা হলফ করে বলা যায় না। রাজ্যের অভ্যন্তরে খাল সংস্কার, বাঁধ মেরামতে রাজ্য সরকারকে আন্তরিক হতে হবে। বাঁধ মেরামত হয়। কিন্তু সেখানে দুর্নীতি থাকার জন্য স্থায়ী সমস্যার সমাধান হয় না। ঠিকাদার, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকারি কর্মকর্তা, লোকাল ক্লাব, সবাই কমবেশি দুর্নীতির মধ্যে আচ্ছন্ন। ফলে বাঁধ মেরামত টেকসই হয় না। তার ফলে কম দিনের মধ্যেই তাতে আবার ফাটল ধরে। মানুষের ভোগান্তির শেষ থাকে না।

সেই জন্য, দুর্নীতি দমনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। আর পরিকল্পনা নিতে হবে সুসংহত ভাবে নদী বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে নদীগুলির নাব্যতাকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। তার জন্য বিশেষজ্ঞদের মতামতকে সামনে রেখে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিতে হবে। অবশ্য এই কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ সংযোগ, সহযোগিতা ও আর্থিক বন্দোবস্তের একান্ত প্রয়োজন। বন্যায় যতদূর সম্ভব ক্ষতি থেকে মানুষদের বাঁচাতে চাই উপযুক্ত প্ল্যানিং। শুধু সাময়িকভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে বন্যা থেকে মানুষদের বাঁচানো যাবেনা।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ইসলামী দৃষ্টিতে করণীয়



১.সতর্কতামূলক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করে। এ কারণে আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো। (সূরা আন নিসা:৭১) হাদীসে শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা বলেন, তোমার ওপর তোমার শরীরেরও অধিকার রয়েছে। (বুখারী, হাদীস নং ১৯৬৮)

২.আতংকিত না হয়ে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া কেননা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন বিপদই আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। তিনি বলেন আল্লাহ যা আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা ছাড়া কোনো কিছুই আমাদের স্পর্শ করবে না; তিনিই আমাদের অভিভাবক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভরশীল হওয়া উচিৎ। (সূরা আত তাওবা, ৫১)

৩.লক ডাউন যে এলাকায় মহামারি আক্রান্ত হয় সে এলাকার প্রবেশ ও বাহির বন্ধ করে দেয়া। এ সম্পর্কে মহানবী সা. বলেন, যদি তোমরা শুনতে পাও কোনো জনপদে প্লেগ বা অনুরূপ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তবে তোমরা তথায় গমন করবে না। আর যদি তোমরা যে জনপদে অবস্থান করছ তথায় তার প্রাদুর্ভাব ঘটে তবে তোমরা সেখান থেকে বের হবে না। (বুখারী, হাদীস নং ৫৩৯৬)

৪.আইসোলেশন মহামারী রোধে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক রাখাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় আইসোলেশন বলা হয়। মহানবী সা. এ সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, অসুস্থকে সুস্থের কাছে নেয়া হবে না। (বুখারী, ৫৭৭১ ও মুসলিম, ২২২১)

৫.হোম কোয়ারেন্টাইন সুস্থ ব্যক্তি মহামারীতে আক্রান্তের আশংকায় জনবিচ্ছিন্ন থাকাকে কোয়ারেন্টাইন বলা হয়। বিভিন্ন হাদীসে এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন মহানবী সা বলেন, কোনো বান্দা যদি মহামারী আক্রান্ত এলাকায় থাকে এবং নিজ বাড়িতে ধৈর্য সহকারে, সওয়াবের নিয়তে এ বিশ্বাস বুকে নিয়ে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তাকদিরে যা চূড়ান্ত রেখেছেন তার বাইরে কোনো কিছু তাকে আক্রান্ত করবে না, তাহলে তার জন্য রয়েছে শহীদের সমান সওয়াব। (বুখারী, ৩৪৭৪ ও মুসনাদে আহমাদ, ২৬১৩৯)

৬.মুসাফাহা ও কোলাকুলি এড়িয়ে চলা কেননা এর মাধ্যমে সংক্রামণের ভয় থাকে। রাসূলুল্লাহ সা. সাকিফের প্রতিনিধি দলের মধ্যকার কুষ্ঠ রোগীকে হাতে হাতে বাইয়াত না দিয়ে লোক মারফত বলে পাঠান, তুমি ফিরে যাও। আমি তোমার বাইআত নিয়ে নিয়েছি। (মুসলিম, ২২৩১)

৭.সার্বিক পরিচ্ছন্ন থাকা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মুমিনদেরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা আলবাকারা, ২২২), হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। শরীয়াতের বিভিন্ন বিধানকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম নির্ধারণ করা হয়েছে

ওজুর মাধ্যমে মানুষের শরীরের অনাবৃত্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করা হয়;

মেসওয়াকের মাধ্যমে মুখের সব ধরনের জীবাণু ধ্বংস হয়;

সামগ্রিকভাবে সর্বক্ষণ ও বিশেষত সালাতে পরিধেয় কাপড় পরিচ্ছন্ন থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন তোমার কাপড় পরিস্কার রাখো। (আল মুদ্দাচ্ছির, ৪)

৮.গুজবে কান না দেয়া ও গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকা ইসলামে যাচাই ছাড়া কোনো তথ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, কোনো অসমর্থিত ব্যক্তি কোনো খবর দিলে তোমরা তা যাচাই করো। (সূরা আল হুজুরাত ৬) এ সম্পর্কে মহানবী সা. বলেন, যাচাই না করে শোনা খবর বিশ্বাস করা মিথ্যুক হওয়ার নামন্তর। (মুসলিম, ৫)

৯.ঘরে নামায আদায় করা আপদকালীন অবস্থায় মহানবী সা. সাহাবীগণকে বাড়িতে নামায আদায়ের নির্দেশ দেন। তিনি মুআজ্জিনকে আজানের মধ্যে বলতে বলেন, আলা সাল্লু ফী রিহালিকুম (তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায আদায় কর)। (বুখারী ৬৬৬, মুসলিম ৬৯৭) তাঁর ইন্তিকালের পরে সাহাবীগণও একইভাবে আমল করতেন। সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে এর প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মুআজ্জিনকে নির্দেশ দেন আজানে সাল্লু ফী বুয়ূতিকুম (তোমরা বাড়িতে সালাত আদায় কর) অংশটি যোগ করার জন্য। (বুখারী ৬৬৮, মুসলিম ৬৯৯) ইসলামী শরীআর উদ্দেশ্য ও মহামারীর গতিপ্রকৃতি বিবেচনায় মিসর, সৌদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ফিকহ কমিটি ও ইসলামী ফাউন্ডেশন মসজিদে মুসল্লীদের উপস্থিতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসার পক্ষে মত দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও সম্প্রতি জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে সকলকে ঘরে ইবাদাত করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

১০.গরীবঅসহায় ও নিম্ন আয়ের লোকদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ঘোষিত লকডাউনের এ দিনগুলোতে গরীবঅসহায় ও নিম্নআয়ের মানুষের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা বৃত্তবানদের ওপর আবশ্যক। এ মহৎ গুণের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন, খাদ্য দান করা দুর্ভিক্ষের দিনে। ইয়াতীম আত্মীয়স্বজনকে। অথবা নিঃস্ব মিসকীনকে। (সূরা আল বালাদ, ১৪-১৬)

১১.ভাইরাস প্রতিরোধে ও জনগণের নিরাপত্তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম সরকার জনকল্যাণ বিবেচনায় কোন নির্দেশনা দিলে এবং তা শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তা মান্য করা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের ও তোমাদের নেতৃস্থানীয়দের। (সূরা আন নিসা, ৫৯)

এ কঠিন সময়ে আমাদের উচিৎ বেশি বেশি (১) তওবা, (২) ইস্তেগফার, (৩) নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামায, (৪) কুরআন তিলাওয়াত, (৫) শাবান মাসের নফল রোযা, (৬) তাহাজ্জুদ নামায ও (৭) রাসুলুল্লাহ সা. এর ওপর দুরুদ পাঠ করা।

লেখক অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য, শরীয়াহ সুপারভাইজারী কমিটি, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং খতীব, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জামে মসজিদ।



কুরআন থেকে



১। আলিফলামমীম।
২। রোমানরা পরাজিত হয়েছে।[১]
৩. নিকটবর্তী দেশে এবং নিজেদের এ পরাজয়ের পর তারা বিজয় লাভ করবে।[২]
৪. কয়েক বছরের মধ্যে । ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আগেও আল্লাহরই ছিল। পরেও তাঁরই থাকবে। আর সেদিনটি হবে এমন দিন যেদিন মুসলমানরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে[৩]
৫. আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ে । আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও মেহেরবান।
৬. আল্লাহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ কখনো নিজের প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।
৭. লোকেরা দুনিয়ায় কেবল বাহ্যিক দিকটাই জানে এবং আখেরাত থেকে তারা নিজেরাই গাফেল।[৪]

(সূরা আর রূম ঃ ১-৭ আয়াত)

টীকা ঃ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবী ও তাবেঈগণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রোম ও ইরানের এ যুদ্ধে মুসলমানদের সহানুভূতি ছিল রোমের পক্ষে এবং মক্কার কাফেরদের সহানুভূতি ছিল ইরানের পক্ষে। এর কয়েকটি কারণ ছিল। এক, ইরানীরা এ যুদ্ধকে খৃষ্টবাদ ও অগ্নি পূজার মতবাদের যুদ্ধের রূপ দিয়েছিল। তারা দেশ জয়ের উদ্দেশ্য অতিক্রম করে একে অগ্নি পূজার মতবাদ বিস্তারের মাধ্যমে পরিণত করছিল। বায়তুল মাকদিস জয়ের পর খসরু পারভেজ রোমের কায়সারের কাছে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে পরিষ্কারভাবে নিজের বিজয়কে তিনি অগ্নি উপাসনাবাদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছিলেন। নীতিগতভাবে অগ্নি উপাসনাবাদের সাথে মক্কার মুশরিকদের ধর্মের মিল ছিল। কারণ, তারাও ছিল তাওহীদ অস্বীকারকারী। তারা দুই খোদাকে মানতো এবং আগুনের পূজা করতো। তাই মুশরিকরা ছিল তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের মোকাবিলায় খৃস্টানরা যতই শিরকে লিপ্ত হয়ে যাক না কেন তবুও তারা তাওহীদকে ধর্মের মূল ভিত্তি বলে স্বীকার করতো। তারা আখেরাতে বিশ্বাস করতো এবং অহী ও রিসালাতকে হিদায়েতের উৎস বলে মানতে। তাই তাদের ধর্ম তার আসল প্রকৃতির দিক থেকে মুসলমানদের ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এ জন্য মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাদের ওপর মুশরিক জাতির বিজয়কে তারা অপছন্দ করতো। দ্বিতীয় কারণটি ছিল, এক নবীর আগমনের পূর্বে পূর্ববর্তী নবীকে যারা মানতো নীতিগতভাবে তারা মুসলমানের সংজ্ঞারই আওতাভুক্ত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী আগমনকারী নবীর দাওয়াত তাদের কাছে না পৌঁছে এবং তারা তা অস্বীকার না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের মধ্যেই গণ্য হতে থাকে। (দেখুন, সূরা কাসাস ৭৩ টীকা) সে সময় নবী ঐ এর নবুওয়াত লাভের পর মাত্র পাঁচছয় বছর অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর দাওয়াত তখনো বাইরে পৌঁছে নি। তাই মুসলমানরা খৃস্টানদেরকে কাফেরদের মধ্যে গণ্য করতো না। তবে ইহুদীরা তাদের দৃষ্টিতে ছিল কাফের। কারণ তারা ঈসা (আঃ) এর নবুওয়াত অস্বীকার করতো। তৃতীয় কারণ ছিল, ইসলামের সূচনায় খৃস্টানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের সাথে সহানুভূতিশীল ব্যবহার করা হয়েছিল। যেমন সূরা কাসাসের ৫২ থেকে ৫৫ এবং সূরা মায়েদার ৮২ থেকে ৮৫ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। বরং তাদের মধ্য থেকে বহু লোক খোলা মন নিয়ে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করছিল। তারপর হাবশায় হিজরাতের সময় খৃস্টান বাদশাহ মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেন এবং তাদের ফেরত পাঠাবার জন্য মক্কায় কাফেরদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। এরও দাবী ছিল মুসলমানরা অগ্নি পূজারীদের মোকাবিলায় খৃস্টানদের কল্যাণকামী হোক।

২) অর্থাৎ পূর্বে যখন ইরানীরা জয়লাভ করে তখন নাউযুবিল্লাহ তার অর্থ এটা ছিল না যে, বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহ তাদের মোকাবিলায় পরাজিত হয়ে গেছেন এবং পরে যখন রোমীয় জয়লাভ করবে তখন এর অর্থ এ হবে না যে, আল্লাহ তাঁর হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাবেন। সর্ব অবস্থায় শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। পূর্বে যে বিজয় লাভ করে তাকে আল্লাহই বিজয় দান করেন এবং পরে যে জয়লাভ করবে সেও আল্লাহরই হুকুমে জয়লাভ করবে। তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কেউ নিজের শক্তির জোরে প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। তিনি যাকে উঠান সেই ওঠে এবং যাকে নামিয়ে দেন সেই নেমে যায়।

৩) ইবনে আব্বাস (রা.) আবু সাঈদ খুদরী (রা.), সুফিয়ান সওরী (রা.), সুদ্দী প্রমুখ মনীষীগণ বর্ণনা করেন, ইরানীদের ওপর রোমীয়রা এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের ওপর মুসলমানরা একই সময় বিজয় লাভ করেন। এ জন্য মুসলমানরা দ্বিগুণ আনন্দিত হয়। ইরান ও রোমের ইতিহাস থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। ৬২৪ সালে বদরের যুদ্ধ হয়। এ বছরই রোমের কায়সার অগ্নি উপাসনাবাদের প্রবর্তক জরথুস্ত্রের জন্মস্থান ধ্বংস করেন এবং ইরানের সবচেয়ে বড় অগ্নিকুণ্ড বিধ্বস্ত করেন।

৪) অর্থাৎ যদিও আখেরাতের প্রমাণ পেশ করার মত বহু সাক্ষ্য ও নিদর্শন রয়েছে এবং সেগুলো থেকে গাফিল হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তবুও এরা নিজেরাই গাফিল থেকেছে। অন্য কথায় এটা তাদের নিজেদের ত্রুটি। দুনিয়ার জীবনের এই বাহ্যিক পর্দার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তারা বসে রয়েছে। এর পিছনে যা কিছু আসছে সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। নয় তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাবার ব্যাপারে কোনো প্রকার ত্রুটি করা হয়নি।

৮. তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তাভাবনা করেনি?৫ আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলী এবং তাদের মাঝখানে যা

হাদীস থেকে...

■ (রাগত স্বরে) তিনি বললেনঃ হে লোক সকল! তোমরা মানুষের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি কর। অতএব যে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকও থাকে। (৭০২, ৭০৪, ৬১১০, ৭১৫৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯০)

■ ৯১. যায়দ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ তার বাঁধনের রশি অথবা বললেন, থলে-ঝুলি ভাল করে চিনে রাখ। অতঃপর এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দিতে থাক। তারপর (মালিক পাওয়া না গেলে) তুমি তা ব্যবহার কর। অতঃপর যদি এর প্রাপক আসে তবে তাকে তা দিয়ে দেবে। সে বলল, 'হারানো উটের ব্যাপারে কী করতে হবে?' এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন রাগ করলেন যে, তাঁর গাল দু'টো লাল হয়ে গেল। অথবা বর্ণাকারী বলেন, তাঁর মুখমন্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ 'উট নিয়ে তোমার কী হয়েছে? তার তো আছে পানির মশক ও শক্ত পা। পানির নিকট যেতে পারে এবং গাছ খেতে পারে। কাজেই তাকে ছেড়ে দাও এমন সময়ের মধ্যে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।' সে বলল, 'হারানো ছাগল পাওয়া গেলে?' তিনি বললেন, 'সেটি তোমার হবে, নাহলে তোমার ভাইয়ের, না হলে বাঘের।' (২৩৭২, ২৪২৭, ২৪২৮, ২৪২৯, ২৪৩৬, ২৪৩৮, ৫২৯২, ৬১১২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯১)

■ ৯২. আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে কয়েকটি অপছন্দনীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। প্রশ্নের সংখ্যা অধিক হয়ে যাওয়ায় তখন তিনি রেগে গিয়ে লোকদেরকে বললেনঃ 'তোমরা আমার নিকট যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর।' জনৈক ব্যক্তি বলল, 'আমার পিতা কে?' তিনি বললেনঃ 'তোমার পিতা হুযাফাহ।' আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কে?' তিনি বললেনঃ 'তোমার পিতা হল শায়বার দাস সালিম।' তখন 'উমার (রা.) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চেহারার অবস্থা দেখে বললেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মহিমান্বিত আল্লাহর নিকট তওবা করছি।' (৭২৯১; মুসলিম ৪৩/৩৭ হাঃ ২৩৬০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯২)

■ ৯৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। তখন 'আবদুল্লাহ্ ইবনু হুযাফাহ দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার পিতা কে?' তিনি বললেনঃ 'তোমার পিতা হুযাফাহ।' অতঃপর তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর।' 'উমার (রা.) তখন জানু পেতে বসে বললেনঃ 'আমরা আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছি।' তিনি এ কথা তিনবার বললেন। এতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হলেন। (৫৪০, ৭৪৯, ৪৬২১, ৬৩৬২, ৬৪৬৮, ৬৪৮৬, ৭০৮৯, ৭০৯০, ৭০৯১, ৭২৯৪, ৭২৯৫; মুসলিম ৪৩/৩৭ হাঃ ২৩৫৯, আহমাদ ১২৬৫৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯৩)

■ ৯৪. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম দিতেন, তিনবার সালাম দিতেন। আর যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন। (৯৫, ৬২৪৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ নাই, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯৪)

■ ৯৫. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন তখন তা বুঝে নেয়ার জন্য তিনবার বলতেন। আর যখন তিনি কোন গোত্রের নিকট এসে সালাম দিতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম দিতেন। (৯৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯৫)



■ ৯৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পিছনে পড়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের নিকট পৌঁছলেন, এদিকে আমরা (আসরের) সালাত আদায় করতে বিলম্ব করে ফেলেছিলাম এবং আমরা উযূ করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনমতে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তিনি উচ্চস্বরে বললেনঃ পায়ের গোড়ালিগুলোর (শুকনো থাকার) জন্য জাহান্নামের 'আযাব রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার এ কথা বললেন। (৬০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৯৬)

■ ৯৭. আবূ বুরদাহ, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিন ধরনের লোকের জন্য দুটি পুণ্য রয়েছেঃ (১) আহলে কিতাব- যে ব্যক্তি তার নবীর উপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপরও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহর হাক আদায় করে এবং তার মালিকের হাকও (আদায় করে)। (৩) যার বাঁদী ছিল, যার সাথে সে মিলিত হত। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালভাবে দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; তার জন্য দু'টি পুণ্য রয়েছে।



মুসলিম জাহান










চাঁদের মাটিতে পা রাখতে চলেছে আরব দুনিয়ার প্রথম মহিলা মহাকাশচারী নোরা

মীযান ডেস্ক: এ বার চাঁদে পা রাখতে চলেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। চাঁদের বুকে দুই মহাকাশচারীকে নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমিরশাহি। তাঁদের মধ্যে এক জন মহিলা। এই প্রথম কোনও মহিলাকে চাঁদের বুকে হাঁটানোর পথে এগোচ্ছে আরব দুনিয়ার কোনও দেশ। মহাকাশেও এর আগে যাননি আরব দুনিয়ার কোনও মহিলা।

চাঁদের বুকে নামানোর জন্য দুই মহাকাশচারীকে বেছেও নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। তাঁদের এক জন ২৮ বছরের তরুণী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নোরা আল মাতরুশি। অন্য জন ৩২ বছর বয়সী মহম্মদ আলমুল্লা। যাঁর এক দশক ধরে দুবাই পুলিশের হেলিকপ্টারের দক্ষ পাইলট হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। দু'জনকেই দু'বছরের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার জনসন স্পেস সেন্টারে পাঠানো হবে আর কয়েক দিনের মধ্যেই।

নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন নোরা। তিনি লিখেছেন, ছোটবেলা কাগজ আর কার্ডবোর্ডের বাক্স দিয়ে মহাকাশযান বানাতাম। আর স্বপ্ন দেখতাম সেই



মহাকাশযানে চেপে মহাকাশে যাওয়ার। মাকে কত বার বলেছি, আমাকে এক বার যেতেই হবে চাঁদে।

তিনি লিখেছেন, আমেরিকার নাগরিকরা যে ভাবে ইংরেজি বলেন, লেখেন, এখন শুধু সেই সবই শিখছি। শিখছি রুশ ভাষাও। কখনও যদি আন্তর্জাতিক মহাকাশে স্টেশনে গিয়ে থাকতে হয় রুশ মহাকাশচারীদের সঙ্গে, তার জন্য। আর মহাকাশচারী হওয়ার একেবারে সহজপাঠের প্রথম কয়েকটি বর্ণ শিখছি দুবাইয়ে। শিখছি অতলান্ত জলে কী ভাবে ডাইভ দিতে হয়। সেপ্টেম্বরে যাব নাসার জনসন স্পেস সেন্টারে। সেখানেই শুরু হবে টানা দু'বছরের প্রশিক্ষণ। চাঁদ অথবা আন্তর্জাতিক মহাকাশে স্টেশনে শেষ পর্যন্ত যেতে পারলে আমার অন্তরে লুকিয়ে থাকা শিশুটিই বোধহয় সবচেয়ে বেশি খুশি হবে।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখার পরেই তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পাশ করেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। তার পর চাকরি করতে ঢুকেছিলেন একটি পেট্রোলিয়াম শিল্পসংস্থায়। আমিরশাহির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা মহাকাশচারী খুঁজছে জানতে পেরে আবেদন করেন আল মাতরুশি। পরীক্ষার ভিত্তিতে তাঁকে বেছে নেয় আমিরশাহির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা।

আমিরশাহির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, তিন বছর আগেও আমিরশাহি থেকে তিন জনকে মহাকাশচারীর প্রশিক্ষণ নিতে পাঠানো হয়েছিল নাসায়। তাঁদের এক জন হাজ্জা আল মানসুরি রাশিয়ার সয়ুজ রকেটে চেপে মহাকাশ স্টেশনে গিয়ে সেখানে এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসেন বছর দু'য়েক আগে। আর এক জন সুলতান আল নায়েদিও মহাকাশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

ফের সংক্রমণ বাড়ছে ইরানে

মীযান ডেস্ক: করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে একেক সময়ে একেক দেশ বিধ্বস্ত হচ্ছে। সারাবিশ্বে একদিনে ৭ লাখের বেশি আক্রান্ত ও দশ হাজারের বেশি মৃত্যুর দিনে এবার সংক্রমণের হার বেশি দেখা যাচ্ছে ইরানে।

গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে এই ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ৩৯ হাজার ৪৯ জন আর প্রাণ হারিয়েছে ৫৬৮ জন। এনিয়ে দেশটিতে মোট এই ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হলো ৪৩ লাখ ২০ হাজার ২০০ জন আর প্রাণ হারালো ৯৬ হাজার ২০০ জন।

জুলাইয়ের শেষ দিক থেকে ইরানে সংক্রমণ বাড়তে শুরু করে। এখন পর্যন্ত সেখানে একদিনে সবচেয়ে বেশি শনাক্তের সংখ্যা পাওয়া যায় ১১ আগস্টে। সেদিন এই ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছিলো ৪২ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ।

করোনায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃত্যু হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে করোনা শনাক্ত হয়েছে ৩ কোটি ৭২ লাখ ৩ হাজারের বেশি মানুষের। এছাড়া মৃত্যু হয়েছে ৬ লাখ ৩৬ হাজার ৩০০জনের।

করোনায় হতাহতের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। দেশটিতে এখন পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়েছে ৩ কোটি ২১ লাখ ১৭ হাজারের বেশি মানুষের। এই ভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে ৪ লাখ ৩৯ হাজার ২৮৫ জনের। তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল। দেশটিতে করোনা শনাক্ত হয়েছে ২ কোটি ২ লাখ ৮৫ হাজারের বেশি মানুষের। প্রাণ হারিয়েছে ৫ লাখ ৬৭ হাজার মানুষ।

গত একদিনে বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ৭ লাখ ১২ হাজার ২২৭ জন। একই সময়ে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১০ হাজার ৩৭১ জনের। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বে করোনা শনাক্ত হয়েছে ২০ কোটি ৬১ লাখ ৮১ হাজার মানুষের।

এসময়ে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন ১৮ কোটি ৫০ লাখের বেশি মানুষ। আর প্রাণ হারিয়েছে ৪৩ লাখ ৪৭ হাজারের বেশি মানুষ।

ইংল্যান্ডে গুলিতে ৩ নারীসহ ৬ মৃত

মীযান ডেস্ক: ইংল্যান্ডের প্লাইমাউথে গোলাগুলির ঘটনায় সন্দেহভাজন অস্ত্রধারীসহ ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। ডেভন অ্যান্ড কর্নওয়েল পুলিশকে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে কেহাম এলাকার বিদ্দিক ড্রাইভে ডাকা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তিনজন নারী, দুজন পুরুষ এবং একজন সন্দেহভাজনের মৃত্যু হয়েছে। গুলির আঘাতেই সবার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সেখানকার একজন এমপি জানিয়েছেন, হত্যাকারীদের একজনের বয়স ১০ বছরেরও কম, আহত আরও অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে।

প্লাইমাউথের সুট্টন ও ডেভনপোর্টের এমটি লিউক পোল্লার্ড বলেন, ঘটনাটি 'অবর্ণনীয়ভাবে ভীতিকর' এবং নিহতদের একজন শিশু শুনে তিনি 'একেবারে বিধ্বস্ত' হয়ে পড়েন।

ডেভন অ্যান্ড কর্নওয়েল পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুই নারী ও দুই পুরুষের ওখানেই মৃত্যু হয়, আর একজন নারীকে হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনায় এখনও তদন্ত চলছে এবং কেহামের রাস্তার সংযোগ রাতভরই বাধাগ্রস্ত হবে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, হামলাকারী দরজায় লাথি দেয় এবং তারপরই এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে।

তবে প্লাইমাউথ মুর ভিউয়ের এমপি জনি মারসার মনে করেন, এই ঘটনা কোনো সন্ত্রাসী হামলার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

আফগানিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম শহর হেরাত দখলে নিল তালেবান

মীযান ডেস্ক: আফগানিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম শহর হেরাত দখলে নিয়েছে তালেবান। এর মাধ্যমে দেশটির ১১তম প্রাদেশিক রাজধানীর দখল নিল সশস্ত্র গোষ্ঠীটি। স্থানীয় বাসিন্দা ও সাংবাদিকদের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এতথ্য জানায় কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা।

এর আগে বৃহস্পতিবার গজনি প্রদেশের রাজধানী দখল করে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা। শহরটি আফগান রাজধানী কাবুল থেকে মাত্র ১৩০ কিলোমিটার (৮০ মাইল) দূরে অবস্থিত। আলজাজিরার সাংবাদিক শার্লট বেলিস রাজধানী কাবুল থেকে জানিয়েছেন, এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কান্দাহার ও



বাদঘিজ প্রদেশে আফগান সরকারি বাহিনীর সঙ্গে তালেবানের লড়াই চলছে।

এদিকে সহিংসতা বন্ধে তালেবানের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাব দিয়েছে আফগান সরকার। দুইপক্ষের মধ্যে শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী কাতারের মাধ্যমে এ প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

তালেবানের হামলাসহিংসতায় চলতি বছর আফগানিস্তানজুড়ে অন্তত ৩ লাখ ৯০ হাজার মানুষ নতুন করে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। বিশেষ করে, গত মে মাস থেকে এর হার ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে।

তবে সাম্প্রতিক লড়াইয়ে আফগান বাহিনীকে কোনঠাসা করে ফেলেছে তালেবান। একের পর এক শহর প্রাদেশিক শহর দখলে নিচ্ছে সশস্ত্র গোষ্ঠী। মার্কিন গোয়েন্দাদের বিশ্বাস, আগামী ৯০ দিনের মধ্যে তালেবানের হাতে কাবুল সরকারের পতন হবে।

তেহরান ও আঙ্কারার মধ্যকার সহযোগিতা মুসলিম উম্মাহর অনেক সুবিধা করবে: রায়িসি

মীযান ডেস্ক: ইরানের প্রেসিডেন্ট সাইয়েদ ইবরাহিম রায়িসি বলেছেন, ইসরায়েলের বর্বরতার মুখে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন দেওয়া তেহরান ও আঙ্কারার অবিচ্ছেদ্য যৌথ এজেন্ডা। বুধবার সন্ধ্যায় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েব এরদোয়ানের সঙ্গে ফোনালাপের সময় এ কথা বলেন রায়িসি। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান প্রেসিডেন্ট রায়িসিকে ফোন করেন।

ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেন, ইসরায়েলের আগ্রাসন থেকে অসহায় ও নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণের সহযোগিতার বিষয়টি এই যৌথ এজেন্ডা থেকে কখনও মুছে যাবে না।

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্ষমতার দিকে ইঙ্গিত করে প্রেসিডেন্ট রায়িসি বলেন, তেহরান ও আঙ্কারার মধ্যকার সহযোগিতা মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক সুবিধা বয়ে আনতে পারে। এতে মুসলিম বিশ্বের পাশাপাশি



আঞ্চলিক উন্নতি, শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও লাভ হবে। তিনি ইরান এবং তুরস্কের মধ্যকার সম্পর্ককে স্বাভাবিক প্রতিবেশীর সম্পর্কের উর্ধ্বে বলে মন্তব্য করেন। ইবরাহিম রায়িসি বলেন, ইরান এবং তুরস্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য জরুরি। আমাদের ভ্রাতৃপ্রতীম ও বন্ধুদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

ফোনালাপে প্রেসিডেন্ট রায়িসিকে আবারও অভিনন্দন জানান তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান। তিনি আশা করেন, প্রেসিডেন্ট রায়িসির আমলে তুরস্কের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক আরও বেশি জোরালো হবে।

তুরস্কের সাম্প্রতিক দাবানল নেভানোর ক্ষেত্রে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান যে সহযোগিতা করেছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান।

তিনি আশা করেন ইরান এবং তুরস্কের যৌথ কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য গঠিত সুপ্রিম জয়েন্ট কোঅপারেশন কাউন্সিলের বৈঠক শিগগিরি তেহরানে অনুষ্ঠিত হবে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ইরানের রাজধানীতে প্রেসিডেন্ট রায়িসির সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হবেন প্রেসিডেন্ট এরদোগান।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

বাংলার নবাবদের বেগম বৃত্তান্ত

ফারুক আব্দুল্লাহ,

লালবাগ এসসিবিসি কলেজের ইতিহাসের শিক্ষক

বাংলা সুবার নবাবরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলা,বিহার,উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসক হিসেবে অতি নিপুণতার সাথে শাসন কাজ পরিচালনা করে করেছেন।এই কাজে নবাবদের সব সময় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের বেগম বা পত্নীরা। বেগমরা একদিকে যেমন হারেমের কর্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তেমনি অন্যদিকে তারাই আবার হয়ে উঠেছেন নবাবের পরামর্শদাতা। কখনও তারা হয়েছেন নবাবের যুদ্ধসঙ্গী, আবার কখনও নাবালক নবাবের অভিভাবিকা হিসেবেও শাসনকার্যও দেখাশোনা করেছেন। নবাবদের কার্যকলাপ এবং জীবনযাত্রা বহুল চর্চিত বিষয় হলেও তাদের বেগমরা কিন্তু চীরকালই অনালোচিত রয়েগেছেন। নবাবী আমলের প্রথম দিকের নবাব বেগমদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও মিরজাফর পরবর্তী নবাব বেগমদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায়না।এই প্রবন্ধে নবাব মুর্শিদকুলি খান থেকে সুপ্রিমকোর্টের আদেশ অনুযায়ী বর্তমান নবাব পদের বৈধ উত্তরাধিকারী নবাব সৈয়দ মহাম্মদ আব্বাস আলি মির্জা পর্যন্ত সমস্ত নবাব বেগমদের একত্রে আনার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

বাংলার প্রথম নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খান।তার একমাত্র বেগম ছিলেন নৌসেরী বানো বেগম। তিনি ছিলেন একজন মহীয়সী নারী। তিনি নবাবকে নানান বিষয়ে পরামর্শ দান করতেন। নৌসেরী বানো বেগম তৎকালীন 'চেহেল সেতুন' প্রাসাদের কাছে কারুকার্য খচিত একটি মসজিদ নির্মান করেন যেটি বর্তমানে হাজারদুয়ারী প্রাসাদের অতি নিকটে অবস্থিত। বেগমের শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁর নির্মিত এই মসজিদের সিঁড়ীর নিচেই বেগমকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

নবাব মুর্শিদকুলি খানের পরে বাংলা সুবার মসনদে বসেন তার জামাতা সুজাউদ্দীন খান। নবাব সুজাউদ্দীন খানের বেগম ছিলেন মুর্শিদকুলি ও নৌসেরী বেগমের কন্যা আজিমউননিসা বেগম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও ধর্মভীরু। কিন্তু তার চরিত্রকে কালিমা লিপ্ত করে বলা হয় 'কালিজা খাকী বেগম'। কথিত রয়েছে যে বেগম নাকি জীবন্ত মানুষের কলিজা খেত। কিন্তু একথার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, তবে তার নাম 'কলিজা খাকী' হওয়ার কারন হিসেবে অনুমান হয় যে, কোন একটি রোগ নিরাময় করার জন্য চিকিৎসকরা বেগমকে ছাগলের কলিজা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই ঘটনাই বিকৃত হয়ে 'কলিজা খাকী' বেগমের গল্প তৈরী হয়। আজিমউননিসা বেগম তার পিতা মুর্শিদকুলি খানের অনুকরণে একটি মসজিদ নির্মাণ করে মসজিদের সিঁড়ির তলায় বেগম তার নিজের সমাধি তৈরি করে ছিলেন। আজিম উন নিসা বেগম ছাড়াও নবাব সুজাউদ্দিন খানের আরও একজন বেগম ছিলেন বলে যানা গেলেও সেই বেগমের নাম জানা যায়না। খুব সম্ভবত নবাবের সেই বেগম উড়িষ্যার কটকে থাকতেন বলে যানা যায়।

নবাব সারফারাজ খানের বেগমের নাম জানা যায় না।তবে তিনি যে নবাবের যোগ্য বেগম ছিলেন সেই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।গিরিয়ার যুদ্ধে নবাব সারফারাজ খানের মৃত্যুর পর এই বেগমই অতি কষ্টের মাঝে তার সন্তানদের বড় করে তুলেছিলেন। সেই সাথে তিনি মৃত নবাবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বর্তমান মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের নিকটে একটি বিরাট কারুকার্যময় মসজিদ নির্মান করেছিলেন। মসজিদটি 'বেগম মসজিদ' নামে পরিচিত। এই মসজিদ চত্বরেই নাকি পরবর্তী সময়ে বেগমকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। যদিও সেই সমাধির কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়না। মসজিদটিও জবরদখল হয়ে জঙ্গলের ভেতরে ধ্বংসের প্রহর গুনছে।

নবাব আলিবর্দী খানের একমাত্র বেগম ছিলেন সারফুন নিসা বেগম সাহিবা। বাংলার নবাব বেগমদের মধ্যে তিনি ছিলেন বুদ্ধি, ঔদার্য, পরোপকারিতা সহ বিভিন্ন সদগুনে সমৃদ্ধ। তিনি ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের সব সময়য়ের সঙ্গী ও পরামর্শদাতা। কথিত রয়েছে তিনি যুদ্ধ যাত্রাতেও তিনি নবাবের সঙ্গী হতেন। এছাড়াও তিনি নবাব আলিবর্দী খানের প্রশাসনিক কাজের দায়িত্বও পালন করতেন মাঝে মধ্যেই। বাংলায় বর্গী আক্রমনের সময় বর্গীদের বিরুদ্ধে আক্রমনে নবাবের সাথী হয়ে বেগমকে বহু বিপদের সম্মুখিন হতে হয়েছিল। যদিও এই সাহসী ও বিচক্ষণ বেগমের শেষের জীবন মোটেই সুখের ছিলনা।পলাশী পরবর্তী নানান রাজনৈতিক বিড়ম্বনায় জড়িয়ে বহুবার অপমান, অপদস্থ হতে হয়েছে তাকে, তাঁর চোখের সামনেই তাঁর বংশের ধ্বংস তাকে দেখে যেতে হয়েছে, তাঁর জীবিতবস্থায় তাঁর তিন মেয়ে বিধবা হন। ফলে শেষ বয়সে নানান মানসিক যন্ত্রনাকে সঙ্গী করেই তিনি এক সময় মৃত্যু বরণ করলে তাকে খোসবাগে আফসার বংশীয় নবাবদের পারিবারিক সমাধিস্থলে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

নবাব সিরাজের প্রথম বিয়ে হয়েছিল ১৭৪৬সালে। দাদু আলিবর্দী খান খুব ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছিলেন নাতি সিরাজের। পাত্রী ছিল নবাব আলিবর্দী খানের দরবারের অন্যতম অভিজাত ইরাজ খাঁনের কন্যা উমদাতউননিসার (বহু বেগম) সাথে। সিরাজের অপর এক বেগম ছিলেন লুতফুন্নেসা বেগম। তিনি ছিলেন সিরাজের সেনাপতি মোহনলালের বোন। তার পূর্বনাম ছিল রাজকমল। তিনি প্রথম জীবনে সিরাজের মা আমিনা বেগমের পরিচারিকা ছিলেন। রাজকমল ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী তার রুপে মুগ্ধ হয়ে সিরাজ রাজকমলকে বিয়ে করেন এবং তার নতুন নাম হয় লুতফুন্নেসা বেগম। নবাব সিরাজের বেগমদের মধ্যে লুতফুন্নেসাই ছিলেন নবাবের সর্বাধিক প্রিয় বেগম। নবাব সিরাজের শেষ সময়ে একমাত্র তিনিই নবাবের সাথে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে লুতফুন্নেসা বেগম মারা গেলে খোসবাগে নবাব সিরাজের সমাধির পাশে তাকে কবর দেওয়া হয়।

নবাব মীরজাফরের চারজন বেগম ছিলেন। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান বেগম ছিলেন শাহখানম বেগম। পরবর্তী সময় মীরজাফর খান আরোও তিনটি বিয়ে করেছিলেন এরা হলেন যথাক্রমে মুন্নি বেগম, রাহাতউননিসা বেগম (মোতাহ বেগম বা চুক্তি ভিত্তক বেগম) এবং সর্বশেষ বাব্বু বেগম। এই সমস্ত বেগমদের মধ্যে মুন্নি বেগম ও বাব্বু বেগম দুজনেই প্রথম জীবনে নর্তকী ছিলেন। তবে মুন্নি বেগম ও বাব্বু বেগম দুজনেই ছিলেন 'গদ্দীনাশিন বেগম' (Chief lady of the state) এদের মধ্যে মুন্নি বেগম ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও কূটনীতিতে পারদর্শী একজন মহিলা। তাঁর সাথে ইংরেজদের খুব ভাব ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন তাঁর বন্ধুস্থানীয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাকে 'কোম্পানির মা' বলে সম্বোধন করত। পলাশী পরবর্তী নাজাফি বংশীয় নবাবদের আমলে তিনি নাবালক নবাবদের অভিভাবক হিসেবেও শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। নিজামত পরিবারে মুন্নি বেগমের অসম্ভব দাপট ছিল। তাঁর মতের বিরুদ্ধচারন করার ক্ষমতা স্বয়ং নবাবেরও ছিলনা। তিনি খুব দয়ালু ছিলেন সাধারণ অসহায় গরীব প্রজাদের তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে তিনি মৃত্যুবরণ করলে জাফরাগঞ্জে নাজাফি বংশীয় নবাবদের পারিবারিক সমাধিস্থলে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

পরবর্তী নবাব মীরকাশিমের একজন বেগমের কথায় জানা যায়, এই বেগম ছিলেন মীরজাফর ও শাহখানম বেগমের কন্যা ফাতিমা বেগম সাহিবা। ফাতিমা বেগম ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী এবং সহনশীল বেগম। কিন্তু বক্সার যুদ্ধের পর বেগমের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলনা।

নবাব নাজমুদ্দৌলা ও নবাব সাইফুদ্দৌলা অল্প বয়সে মারা যাওয়ার ফলে তাদের কোন বেগম ছিলনা। নবাব সাইফুদ্দৌলার পর বাংলার মসনদে বসেন নবাব মোবারকউদদৌলা। নবাবের চারজন প্রধান বেগম এবং ছয় জন 'মোতাহ' বেগম ছিলেন। কিন্তু প্রধান বেগমদের প্রথম বেগমের নাম জানা যায়না। দ্বিতীয় বেগম ছিলেন ফাইজুন নেসা বেগম সাহেবা ওরফে ওয়ালিদা বেগম। ইনি ছিলেন গাদ্দিনাশিন বেগম। ফাইজুন নেসা বেগমের মা নাদিরা বেগম ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদকুলী খানের বংশের। এছাড়াও নবাবের তৃতীয় ও চতুর্থ বেগম ছিলেন যথাক্রমে জাহান বেগম সাহেবা এবং আমিরুন্নিসা বেগম সাহেবা। অন্যদিকে মোতাহ বেগমদের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে শারাফউননিসা খানম, মুবারকউননিসা খানম, লুতফউননিসা খানম, বুন্নু খানম, বিরজ মহল বকশ, আদ্দা কুনওয়ার প্রমুখরা।

পরবর্তী নবাব বাবর আলির দুটি বেগম ছিলেন, প্রথম বেগম ছিলেন বাব্বু বেগম সাহেবা কিন্তু দ্বিতীয় বেগমের নাম জানা যায়না।

নবাব বাবর আলির পর বাংলার মসনদে বসেন নবাব আলি জা। তার সর্বমোট নয় জন বেগম ছিলেন। এদের মধ্যে দুজন ছিল প্রধান বেগম এরা হলেন বহু বেগম এবং আমীরউননিসা দুলহিন বেগম সাহেবা। মুর্শিদাবাদের কেল্লা নিজামতের ভেতরে দুলহিন বেগম একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট ও কারুকার্য খচিত মসজিদ নির্মাণ করেন। আমীরউননিসা দুলহিন বেগম সাহেবা ছিলেন একজন গাদ্দীনাশিন বেগম। নবাবের বাকি বেগমরা ছিলেন 'মোতাহ' বেগম বা চুক্তি ভিত্তিক বেগম। এরা হলেন আজিমউননিসা বেগম, ফিরোজা খানম, বিবি লুতফ্উননিসা বেগম, বিবি রাহাতউননিসা বেগম, বিবি তুর্বাতউননিসা বেগম, বিবি জিনাতউননিসা বেগম এবং বিবি আজিমউননিসা বেগম।

আলি জা'র পর বাংলার মসনদে বসেন নবাব ওয়ালা জা। নবাবের ছিল একটি মাত্র প্রধান বেগম। তিনি হলেন নাজিমউননিসা বেগম সাহেবা। ইনিও ছিলেন গাদ্দীনাশিন বেগম। ১৮৫৮ সালের ২৩শে আগষ্ট বেগমের মৃত্যু হলে তাকে জাফরাগঞ্জ কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। প্রধান বেগম ছাড়াও এই নবাবের চারজন মোতাহ বেগম ছিলেন তারা হলেন মিসরি খানম, ফাতিমা খানম, বিবি রহিমউননিসা বেগম, বিবি হায়াতউননিসা বেগম।

নবাব ওয়ালা জা'র পর বাংলার নবাব হন তার পুত্র হুমায়ন জা। এই নবাবের চারজন বেগম ছিলেন তার মধ্যে মোবারক মহল সাহেবা ছিলেন মোতাহ বেগম। বাকি প্রধান বেগমেরা হলেন রাইসউননিসা বেগম, আশরাফউননিসা বেগম এবং উমদাতউননিসা বেগম। তবে এই চার বেগমের মাধ্যে রাইসউননিসা বেগম ছিলেন গদ্দীনাসীন বেগম ও নবাবের প্রিয় পত্নী। তিনি নবাব কে নানান ক্ষেত্রে তার মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। শুধু তাই নয় নবাবের অকাল মৃত্যুর পর তার পুত্র এবং বাংলার পরবর্তী নবাব ফেরাদুন জার অভিভাবক হিসেবেও বড় দায়িত্ব পালন করেছেন।

নবাব মনসুর আলি খান ফেরাদুন জাঁর সর্বমোট ত্রিশ জন বেগম ছিলেন। এদের মধ্যে প্রধান বেগমের সংখ্যা ছিল ছয় জন এবং বাকি চব্বিশ জন ছিল নবাবের মোতাহ বেগম বা চুক্তি ভিত্তিক বেগম। প্রধান বেগমরা হলেন সামসইজাহান বেগম সাহেবা, মালিকাউজজামানি বেগম সাহেবা, মেহেরলেখা বেগম সাহেবা,শাহউননিসা বেগম সাহেবা, সামসউননিসা বেগম সাহেবা, সারা বেগম সাহেবা (ইনি ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। যার পূর্ব নাম ছিল সারা ভেনেল)। প্রধান বেগমদের মধ্যে গাদ্দীনাশিন বেগম ছিলেন সামসইজাহান বেগম সাহেবা এই বেগম সাহেবা খুব দয়ালু ছিলেন। তিনি দরিদ্র ও বিধবা মহিলাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। তিনি ১৮৯৮ সালে একটি ওয়াকাফনামা করেন যেখানে তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্র জনগণের সাহায্য এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দান করেন।

এছাড়া বাকি চব্বিশ জন মোতাহ বেগমরা হলেন যথাক্রমে ফায়াজউননিসা খানম, মুবারক কদম বা বিবি মোতি, বদরউননিসা খানম, জেবউননিসা খানম, নাজমউননিসা খানম, মোহাম্মদি বেগুম (ইনি ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। যার পূর্ব নাম ছিল জুলিয়া লেইস) বিবি নার্গিস,বিবি উমদা, বিবি নূর বখস, বিবি হীরা, বিবি কাইসার, বিবি হায়াতউননিসা, বিবি লুতফউননিসা, বিবি আমিরউননিসা, বিবি জাহানআরা, বিবি মহীন, বিবি নাজলু, বিবি সজ্জন, বিবি আজিমউননিসা, বিবি জান, বিবি মধু এবং বিবি রাহাত আফজা। নবাব ফেরাদুন জাঁর বংশধরদের বক্তব্য অনুযায়ী নবাবের এই বহু বিবাহের কারণ তৎকালীন সময়ে লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক স্বত্তবিলোপ নীতি। ফলে নবাবের এই বহু বিবাহ যাথে করে যগ্যো উওরাধীকারীর অভাবে যেন নবাবী ইংরেজদের দখলে চলে না যায়।

নবাব ফেরাদুন জা বাধ্য হয়েছিলেন টাকার বিনিময়ে তার বাংলা, বিহার, উড়িষার সুবাদারের পদ ইংল্যান্ডের মহারানীর কাছে বিক্রি করতে। ফলে তার পরবর্তীতে তার পুত্র হাসান আলী মীর্জা পরিচিত হন শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরে। এই নবাবের দুজন বেগম ছিলেন। তারা হলেন আমীর দুলহন কুলসুমউননিসা বেগম এবং মরিয়মউননিসা খানম।

নবাব হাসান আলির পর তার পুত্র ওয়াসিফ আলী মীর্জা মুর্শিদাবাদের নবাব হন। এই নবাবের পাঁচজন বেগম ছিলেন তার মধ্যে দুজন মোতাহ বেগম।

II *এরপর আটের পাতায়*

বাংলার নবাবদের বেগম বৃত্তান্ত

▮ *সাতপাতার পর*

এই পাঁচজন বেগম হলেন নবাব সুলতান দুলহান ফাগফুর জাহান বেগম সাহেবা ওরফে সাহেবজাদী নাদার জাহান বেগম,নবাব মুমতাজ মহল ইমামী বেগম, নবাব মেহের জাহান দিলদার আরা বেগম সাহেবা। প্রধান বেগমদের মধ্যে নবাব ওয়াসিফ আলি মির্জার প্রিয় বেগম ছিলেন তার প্রথম পত্নী নাদার জাহান বেগম। নবাব তাকে একটি সুরম্য প্রাসাদ উপহার দিয়েছিলেন এছাড়া দুজন মোতাহ বেগম হলেন শুগরা খানম এবং সুশীলা ঘোষ বা সুশীলা খানম। নবাব ওয়াসিফ আলি মির্জা তার মোতাহ বেগমদের মধ্যে সুশীলা খানমকে খুব ভালবাসতেন। সুশীলা খানম ছিলেন খুব সম্ভবত উড়িষ্যার এক অতীব সুন্দরী হিন্দু মহিলা। যার রুপে মুগ্ধ হয়ে নবাব তাকে বিয়ে করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। সুশীলা খানম সুন্দরী হলেও তিনি ছিলেন নিরহঙ্কারী। তিনি নবাব ওয়াসিফ আলি মির্জার সমস্ত ছেলে মেয়ে এবং নাতী নাতনীদের ও খুব ভালবাসতেন বলে জানা যায়। কিন্তু সুশীলা বেগম সর্ম্পকে অন্যান্য তথ্য তেমন পাওয়া যায়না।

নবাব ওয়াসিফ আলি মির্জার পর মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন তার পুত্র ওয়ারিস আলি মির্জা।

নবাবের দুজন বেগম ছিলেন। এবং এই দুজন বেগমই ছিলেন ইংরেজ। এরা হলেন জিনাতউননিসা বেগম সাহেবা ইনি পুর্বে একজন ইহুদী ছিলেন পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। নবাবের দ্বিতীয় বেগমও ছিলেন লন্ডন নিবাসী একজন ইংরেজ মহিলা পরবর্তীতে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন এবং ওয়াহিদউননিসা বেগম নামে পরিচিত হন।

নবাব ওয়ারিস আলি মির্জা তার প্রথম পুত্র তথা মুর্শিদাবাদের নবাব পদের উত্তরাধিকারী সৈয়দ ওয়াকিফ আলি মির্জা বাহাদুরকে তার খারাপ আচরনের জন্য ত্যাজ্যপুত্র করেন। ফলে সৈয়দ ওয়াকিফ আলি মির্জা মুর্শিদাবাদের নবাব পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ইংল্যান্ডে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে শুরু করে। সৈয়দ ওয়াকিফ আলি মির্জা বাহাদুরের দুজন বেগম ছিলেন তারা হলেন জেবউননিসা বেগম সাহেবা ওরফে দিনা লয়ার এবং মরিয়ম বেগম সাহেবা ওরফে মার্গারেট এভেলিন ভ্যানডর্ট।

১৯৬৯ সালে নবাব ওয়ারিস আলি মির্জা তার মৃত্যুর পূর্বে নবাব পদের জন্য কোন যোগ্য উত্তরসূরী মনোনিত করে না যাওয়ায় মুর্শিদাবাদের নবাব পদটি তখন থেকে শুন্যই পড়ে থাকে। পরবর্তীতে নবাবের কিছু কাছের আত্মীয়স্বজন নবাব পদের দাবী করে কোর্টে আবেদন করে। দীর্ঘদিন সুপ্রিমকোর্টে লড়াই চলার পর অবশেষে গত ২০১৪ সালের ১৩ই আগষ্ট নবাব ওয়ারিস আলির ভাগ্নে সৈয়দ মোহাম্মদ আব্বাস আলি মির্জা মুর্শিদাবাদের নবাব পদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনিত হন। এই নতুন নবাবের বেগমের নাম সৈয়েদা নাজমা বেগম সাহেবা। তিনি আবার মিরজাফরের প্রথম পত্নী শাহখানম বেগমের বংশধর।

সমগ্র নবাবী আমলে, বিশেষ করে পলাশী পরবর্তী নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলার নবাব বেগমদের জীবনযাপন, তাদের চাওয়াপাওয়া, 'গন্ধীনাশিন বেগম' হিসেবে তাদের কার্যকলাপ সহ বেগমদের জীবনের বহু বিষয় আজও আমাদের অজানাই রয়েগেছে।

শিক্ষায় জাতির মেরুদন্ড, তবুও শিক্ষাঙ্গন কেন বন্ধ, প্রশ্ন এসআইও-র



মীযান ডেস্ক: করোনা আবহে ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে শিক্ষাঙ্গন বন্ধ রাখা হয়েছে। বছরের শুরুতে করোনার প্রকোপ কমতে থাকায় বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শুরু হয়। কিন্তু করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের মুখে আবারও তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে করোনার প্রকোপ কমতে থাকায় অন্যান্য সমস্ত প্রকার জমায়েত চললেও, শিক্ষাঙ্গন বন্ধ রাখা হয়েছে। তাই অবিলম্বে স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় খোলার দাবি জানালো স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ শাখা। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সাবির আহমেদ বলেন, দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকার ফলে স্কুলছুট উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে সাবির আহমেদ স্কুলছুটদের পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে সরকারের কাছে আকর্ষণীয় ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান। অবিলম্বে শিক্ষাঙ্গনে পঠনপাঠন শুরুর দাবিতে এক প্রচারাভিযানের সূচনা করে তিনি বলেন, এই অভিযানের মাধ্যমে আমরা বিদ্যালয় খোলা এবং তা চালানোর জন্য সরকারের কাছে একগুচ্ছ পরামর্শ পেশ করবো। সেই সঙ্গে তিনি সমস্ত পড়ুয়াদের বিনামূল্যে ভ্যাকসিন প্রদান করার জোরালো দাবি জানান। রাজ্য সভাপতি সাবির আহমেদ সমস্ত পড়ুয়া ও অভিভাবকদের শিক্ষাঙ্গন খুলে দেওয়ার দাবিতে সরব হতে আহ্বান করেন।

সংগঠনের দাবি, কোভিড-১৯ এর সতর্কতা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় খোলার জন্য সরকারকে তাৎক্ষণিক ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় খুলে দিতে হবে।

বিদ্যালয় চালানোর পরামর্শ দিয়ে এসআইও-র দায়িত্বশীল বলেন, প্রথম পর্যায়ে গ্রিন জোনে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলি অবিলম্বে চালু করতে হবে। অবশ্যই বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ ন্যূনতম শিক্ষার্থী নিয়ে পরিচালিত হতে হবে। বিদ্যালয়ের নতুন করে খোলার প্রথম সপ্তাহে শিক্ষার্থীরা সকাল ৯ টা বা সকাল ১০ টা থেকে শুরু করে সর্বাধিক তিন ঘন্টা ক্লাসে অংশ গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে, অন্য একটি ব্যাচ দুপুর ১টা থেকে অথবা ২টা থেকে শুরু করে তিন ঘন্টার জন্য উপস্থিত থাকতে পারে (ক্লাসের সময় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হবে)।

বাদল অধিবেশনে জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২১ পাশ না হতে দেওয়ার দাবি ওয়েলফেয়ার পার্টির

মীযান ডেস্ক: সারা দেশব্যাপী চলা লকডাউনের মধ্যেই রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস করে ভবিষ্যতে এক তরফা বেসরকারীকরণের দিকে ঝুঁকতে সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার বিতর্কিত বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল ২০২১ চলমান সংসদের বাদল অধিবেশনেই পাশ করবার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালাতে চলেছে। সেই আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে রাজ্যের সমস্ত বিজেপি বিরোধী সাংসদের ই-মেল করে এই বিলের বিরোধিতা করবার আবেদন জানালেন ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সভাপতি শ্রী মনসা সেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইনের সংশোধনী হিসাবে যে খসড়া বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল ২০২০ পেশ করেছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ইতিপূর্বেই আবেদন জানিয়েছিল ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার পঃবঃ শাখা ।

পার্টির রাজ্য সভাপতি শ্রী মনসা সেন আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেন, যেখানে ভারতের সংবিধান বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থাকে যুগ্ম তালিকায় রেখেছে, সেখানে এই প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল ২০২০ কার্যকর হলে রাজ্যের বর্তমানে বিদ্যুৎ বন্টনের ক্ষেত্রে যেটুকু নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেটাও আর থাকবে না । এই খসড়া বিলে Electricity Contract Enforcement Authority নামক একটি আধাবিচারবিভাগীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে যা বর্তমান রাজ্য Regulatory Commission এর ক্ষমতাকে হ্রাস করবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্যুৎ ক্রয় ও বন্টন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে । বিশেষজ্ঞদের মতে এভাবেই নতুন বিল কার্যকর হলে রাজ্যের অনুমতির পরোয়া না করেই বন্টনের কাজ চলবে এবং কালক্রমে বিদ্যুৎ এর মাশুল বাড়ার সাথে সাথে সাধারণ দরিদ্র মানুষ থেকে চাষীরা আগামীতে দারুনভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে । তাই, জনস্বার্থে রাজ্যের সমস্ত বিজেপি বিরোধী সাংসদদের কাছে জরুরী ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিদ্যুৎ(সংশোধনী) বিল ২০২১ এর বিরোধীতা করার আবেদন জানালো ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখা।

৯০ দিনের মধ্যে কাবুল দখল করতে পারে তালেবান



মীযান ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোয়েন্দা বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, তালেবান এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানের এক চতুর্থাংশের বেশি এলাকা জয় করার প্রেক্ষাপটে ৯০ দিনের মধ্যে রাজধানী কাবুল বিজয় সম্পন্ন করতে পারে।

গত শুক্রবার থেকে অভিযান চালিয়ে তালেবান ৯টি প্রাদেশিক রাজধানী দখল করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ফৈজাবাদ, ফারাহ, পুলইখুমরি, সরইপুল, শেবারগান, আইবাক, কুন্দুজ, তালুকান ও জারাঞ্জ।

এছাড়া আফগানিস্তানের গ্রামীণ এলাকাও তালেবানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে যুক্তরাষ্ট্রের এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, ৩০ দিনের মধ্যে আফগান রাজধানী বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং ৯০ দিনের মধ্যে তালেবান তা দখল করতে পারে।

এদিকে আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর নেতৃত্বে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে জেনারেল হায়বাতুল্লাহ আলিজাইয়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি জেনারেল ওয়ালি আহমদজাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এছাড়া বিশেষ অপারেশন কোরের কমান্ডার হিসেবে সামি সাদাতের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আফগানিস্তানের সংঘাতকে ঘরোয়া বিষয় মনে করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মীযান ডেস্ক: তালেবানের হাতে আফগানিস্তান সরকারের পতনের আশঙ্কাকে এখন দেশটির অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কথাবার্তায় এমন আভাসই পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর কথায় এটা স্পষ্ট যে আফগানিস্তান নিয়ে উৎসাহে ভাটা পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের।

আফগানিস্তানে ২০ বছর অবস্থানের পর যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা দেশে ফিরছেন। কিন্তু আফগানিস্তানকে ভিত্তি করে মার্কিনবিরোধী জঙ্গিদের উত্থান ঘটলেও তা প্রতিরোধ করার জন্য মার্কিন সেনাদের আর সেখানে থাকার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। ক্ষমতা গ্রহণ করার পরই জো বাইডেন বলেছিলেন, তালেবানকে মোকাবিলা করতে সক্ষম আফগান সরকার। মার্কিন সমর্থনে আফগান সরকারের সামরিক শক্তি দেশটিকে তালেবানদের পুনর্দখলে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে বলেই জোরের সঙ্গে বলা হয়েছিল হোয়াইট হাউস থেকে।

কিন্তু দ্রুত আফগানিস্তানের পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে। একের পর এক এলাকা তালেবানদের দখলে চলে যাচ্ছে। খোদ কাবুল তালেবানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে যাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার বলে মনে করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় হোয়াইট হাউসের মনোভাবেও পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বলা হচ্ছে, আফগানিস্তানের জনগণের দেখভাল করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। আফগানিস্তানে তালেবানদের ক্রমাগত হামলা এবং সরকার উচ্ছেদের অভিযানকে এখন আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবেই দেখছে যুক্তরাষ্ট্র।

গত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাংবাদিকদের বলেন, আফগানিস্তান থেকে সম্পূর্ণ মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি ভুল করেননি। এ নিয়ে তাঁর কোনো দুঃখবোধ নেই। তিনি বলেন, আফগানিস্তানে এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ ব্যয় করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দীর্ঘ যুদ্ধে হাজার হাজার আমেরিকানের মৃত্যু হয়েছে, পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে আরও কয়েক হাজার মার্কিন সেনাকে। আফগান সরকার এবং সেনাবাহিনীকে সমর সরঞ্জাম দিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। এখন আফগানিস্তানের জনগণকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের স্বার্থে দেশের জন্য লড়াই করতে হবে।

এ নিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকো তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, হোয়াইট হাউস, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে এমন অবস্থানের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জোরালো হয়ে উঠেছিল।

বিমা বিলের বিরোধিতায় সংসদে বেনজির চেষ্টা করলেন মৌসম নূর

মীযান ডেস্ক: পেগাসাস ইস্যুতে বিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই লোকসভায় ধ্বনিভোটে পাস হয়ে যায় জেনারেল ইনসিওর্যান্স বিজনেস বিল ২০২১। অভিযোগ, এরপর রাজ্যসভায় বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি জানানো হলে, বিরোধীদের গুরুত্ব না দিয়েই পাস করিয়ে নেয় সরকার। বিক্ষোভ চলাকালীন গলায় প্রতীকী ফাঁস লাগিয়ে প্রতিবাদ করেন তৃণমূল সাংসদ মৌসম বেনজির নূর।

অভিযোগ, জেনারেল ইনসিওর্যান্স বিজনেস বিলটি বিসনেজ অ্যাডভাইজারি কমিটির আওতায় ছিল না, রাজ্যসভায় পৌঁছনোর পর এটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি করেন বিরোধীরা। বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়েই বুধবার রাজ্যসভায় বিলটি পাস করিয়ে রাতারাতি আইনে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করে সরকার। সিপিআই সাংসদ বিনয় বিশ্বম রিপোর্টার্স টেবিলে উঠে হৈচৈ শুরু করলে মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভা। মার্শাল দিয়ে সাংসদের ধাক্কা দিয়ে সরানো হয় রিপোর্টার্স টেবিলের সামনে থেকে, হেনস্থা করা হয় মহিলা সাংসদদের।ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট করে কংগ্রেস।



বিমা বিল পাসের পদ্ধতি নিয়ে সরকারকে তুলোধোনা করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রেয়েন। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সাংসদ বিজয়সাই রেড্ডি বলেন, বিলটির বৃহত্তর প্রভাব বোঝার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো প্রয়োজন ছিল। আরজেডি সাংসদ মোনজ কে ঝা বলেন, এভাবে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে বিরোধীদের গুরুত্ব না দিয়েই এইভাবে বিল পাস করিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক বলে প্রতিবাদ করেন তিনি। বিলের প্রতিবাদে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখায়, সিপিএম, কংগ্রেস ও তৃণমূল সাংসদরা। বিলটিতে। জেনারেল ইনসিওর্যান্স বিজনেস বিলে রয়েছে বিমা কোম্পানিগুলির সরকারি খাতে অংশীদারিত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো হয়েছে।

বিলটি নিয়ে বুধবার ফের তুমুল হট্টগোল শুরু হয় সংসদে। ওয়েলে নেমে বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করলেও মার্শাল দিয়ে তাদের বাধা দেওয়া হয়। বিরোধীদের অভিযোগ হট্টগোলের মধ্যেই বিলটি পাস করিয়ে নেওয়া হয় রাজ্যসভায়। গণতন্ত্রের হত্যা করা হচ্ছে এই দাবিতে মল্লিকার্জুন খাড়গের নেতৃত্বে রাজ্যসভায় বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যসভায় মার্শাল ল চলছে। মহিলা সাংসদদের হেনস্থা করা হয়েছে। এনসিপি সাংসদ শরদ পাওয়ার বলেন গণতন্ত্রে এমন ঘটনা তিনি আগে কখনও দেখাননি।

পরীক্ষামূলক ককটেল ভ্যাকসিনেশনে অনুমোদন ড্রাগ কন্ট্রোলার অফ ইন্ডিয়ার

মীযান ডেস্ক: করোনা মোকাবিলায় এবার পরীক্ষামূলক ককটেল ভ্যাকসিনেশনে অনুমোদন দিল ড্রাগ কন্ট্রোলার অফ ইন্ডিয়া। ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে গবেষণার অনুমতি দিয়েছে DCGI। ৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবেকের ওপর ককটেল ভ্যাকসিনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হবে। এই ককটেল ভ্যাকসিনে থাকছে কোভিশিল্ড ও কোভ্যাক্সিন। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে চিকিৎসক মহল।



কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাক্সিনের মিশ্র প্রতিষেধক (ককটেল টিকা) করোনার বিরুদ্ধে ভাল প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলছে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষার পর এমনই দাবি করেছে আইসিএমআর। উত্তরপ্রদেশে ২০ জনকে ভুলবশত দু'টি আলাদা আলাদা সংস্থার টিকা দেওয়া হয়। ওই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়। যদিও পরে নীতি আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য) বিনোদ পল দাবি করেছিলেন, ওই ব্যক্তিরা দু ধরনের প্রতিষেধক নিলেও তাঁদের শরীরে কোনও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। পরে কেন্দ্র স্থির করে মিশ্র প্রতিষেধকের ব্যবহারে কারও শরীরে করোনা সংক্রমণ রুখতে সার্বিক ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। সেই মতো পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করার পরিকল্পনাও করে তারা।

গত মে এবং জুনের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে এই সমীক্ষা চালায় আইসিএমআর। কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাক্সিন প্রতিষেধকের মিশ্রণ প্রয়োগ করা হয়। সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, এই মিশ্র প্রতিষেধক শুধু নিরাপদই নয়, সার্স কোভ২ এর বিভিন্ন রূপের বিরুদ্ধেও ভাল প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সক্ষম।

যদিও গত মাসেই এই মিশ্র প্রতিষেধকের বিষয়টি নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী সৌম্যা স্বামীনাথন। তিনি এই দুটি টিকার মিশ্রণের প্রয়োগকে 'ভয়ানক প্রবণতা' বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কেননা এই ধরনের প্রয়োগের বিষয়ে খুব সামান্য তথ্যই পাওয়া গিয়েছে বলে মত ছিল তাঁর।

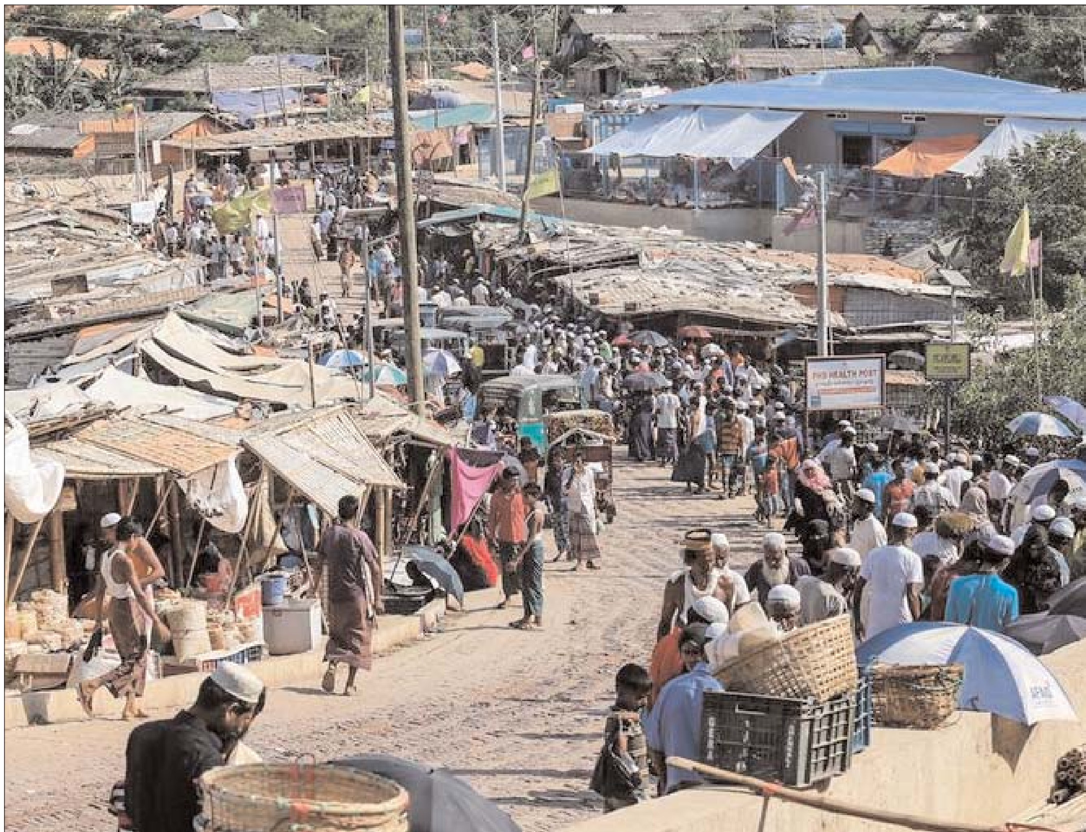
মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমরা টিকা থেকে বাদ

মীযান ডেস্ক: মায়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে করোনার টিকাদান শুরু করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। তবে নির্যাতননিপীড়নের মুখে বাস্তুচ্যুত হয়ে জনবহুল আশ্রয়শিবিরগুলোতে ঠাঁই নেওয়া রোহিঙ্গা মুসলিমদের এ উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নেই তাদের। জান্তা নিযুক্ত স্থানীয় প্রশাসক এ তথ্য জানিয়েছেন। রয়টার্সের খবর।

২০১৭ সালে রাখাইনে মায়ানমারের সেনাবাহিনী ও স্থানীয় উগ্রপন্থী বৌদ্ধরা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে হামলা, নির্যাতননিপীড়ন, জ্বালাওপোড়াও, ধর্ষণ, অপহরণসহ মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করা শুরু করে। বাড়িঘর হারিয়ে ও প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নেন সাড়ে ৭ লাখের বেশি রোহিঙ্গা নারীপুরুষ। আর নির্যাতন সয়ে রাখাইনের আশ্রয়শিবিরগুলোতে গিয়ে ওঠেন অনেকে। রাখাইনের এসব আশ্রয়শিবিরেও বৈষম্য ও দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়ার অভিযোগ তাঁদের।

রাখাইনের সিত্তে ঘিঞ্জিময়, কর্দমাক্ত ও স্যাঁতসেঁতে আশ্রয়শিবিরগুলোতে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে স্থানীয় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এই বন্দিশাতেও করোনা সংক্রমিত হচ্ছেন শিবিরের বাসিন্দারা।

রাখাইনের স্থানীয় প্রশাসক খিউ লিউইন রাখাইনের সিত্তে এলাকা থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, সিত্তে অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকা বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মানুষ যেমন বয়স্ক ব্যক্তি, স্বাস্থ্যকর্মী, সরকারি কর্মী ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে ১০ হাজার টিকা প্রদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান এ কর্মসূচিতে আশ্রয়শিবিরগুলোতে বসবাসকারী কোনো মুসলিমকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নেই।



এর মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্য আরও প্রকট করে তোলা হচ্ছে কি না, এমন প্রশ্নে লিউইন কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তবে তিনি আরও বলেন, 'আমরা শুধু নির্দেশ পালন করছি।' তিনি বলেন, কর্মসূচিতে কারা অগ্রাধিকার পাচ্ছেন, তা নির্ভর করছে আমরা কত টিকা পাচ্ছি ও আমাদের কী নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, তার ওপরে। এখন পর্যন্ত আমরা রোহিঙ্গাদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো ধরনের নির্দেশনা পাইনি।'

২০১৭ সালে রাখাইনে অভিযানে নেমেছিল সেনাবাহিনী। এরপর প্রাণ বাঁচাতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়। রয়টার্স ফাইল ছবি বিতর্কিত টিকাদান পরিকল্পনা বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাইলে মায়ানমারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

গত ১ ফেব্রুয়ারি অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন বেসামরিক সরকারকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করে বর্তমান জান্তা। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় সু চি ও তাঁর দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ অনেককে। সু চির মুক্তির দাবিতে ও সামরিক শাসনের প্রতিবাদে দেশটিতে টানা বিক্ষোভ চলছে। প্রতিবাদে শরিক হয়েছেন অনেক স্বাস্থ্যকর্মীও। এতে দেশজুড়ে টিকাদান কর্মসূচি এক রকম ভেঙে পড়েছে। তবে করোনার সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সেনাবাহিনী এ কর্মসূচিকে গতিশীল করার চেষ্টা করছে।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মায়ানমারে বর্তমানে গড়ে ৩০০ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের ধারণা, মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি।

আশ্রয়শিবিরেও সংক্রমণ করোনার রাখাইনের সিত্তে ঘিঞ্জিময়, কর্দমাক্ত ও স্যাঁতসেঁতে আশ্রয়শিবিরগুলোতে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে স্থানীয় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এই বন্দিশাতেও করোনা সংক্রমিত হচ্ছেন শিবিরের বাসিন্দারা। রোহিঙ্গারা টিকা প্রাপ্তির অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকবে নাএটা দুঃখজনক, কিন্তু বিস্ময়ের নয়।

জ উইন, মানবাধিকার সংস্থা ফোর্টিফাই রাইটসের বিশেষজ্ঞ থেট কাল পাইন রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের বাসিন্দা নু মং। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সী এই ব্যক্তি রয়টার্সকে বলেন, সরবরাহ পর্যাপ্ত হলে যাতে টিকা দেওয়া যায়, সে জন্য কর্তৃপক্ষ শিবিরের ষাটোর্ধ্ব বয়সীদের তালিকা নিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত শিবিরের বয়স্ক বাসিন্দাদের টিকা দেওয়ার কোনোরকম লক্ষণ নেই। নু মং বলেন, তাঁর নিজেরও করোনা উপসর্গ ছিল। কিন্তু পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে যেতে পারেননি। তিনি আরও বলেন, 'শিবিরের অনেকে অসুস্থ। কয়েকজন মারাও গেছেন। তাঁদের বেশির ভাগ বয়স্ক ব্যক্তি।'

অবশ্য কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরগুলোতে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারে কোনো পরিসংখ্যান প্রকাশ করছে না। মানবাধিকার সংস্থা ফোর্টিফাই রাইটসের বিশেষজ্ঞ জ উইন বলেন, রোহিঙ্গারা টিকা প্রাপ্তির অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকবে নাএটা দুঃখজনক, কিন্তু বিস্ময়ের নয়।

‘জয় শ্রীরাম’ না বলায় যোগীর রাজ্যে ফের নিগৃহীত মুসলিম ব্যক্তি

মীযান ডেস্ক: ফের নিগ্রহের শিকার এক মুসলিম ব্যক্তি। বছর ৪৫-এর ওই ব্যক্তিকে রাস্তা দিয়ে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। করা হয়েছে মারধরও। একই সঙ্গে তাঁকে ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি দিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য উত্তর প্রদেশের কানপুর শহরে। উলটে পরে তাঁকেই



পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

২৫ সেকেন্ডের সেই ভাইরাল ভিডিয়োতে সেই ব্যক্তিকে ‘জয় শ্রী রাম’ বলতে বাধ্য করা হয়েছে। নিগৃহীত ব্যক্তি এক রিক্সাচালক বলে জানা গিয়েছে। এদিকে তিন ব্যক্তিকে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনায় যুক্ত মোট ১৫ জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

ঘটনার প্রেক্ষিতে কানপুরের ডেপুটি কমিশনার (দক্ষিণ) রবীনা ত্যাগী নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। তিনি জানান কচ্চি বস্তির এলাকার গোপাল মোড়ের ৫০০ মিটার দূরে ঘটনাটি ঘটেছে। ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, বাবার প্রাণরক্ষার জন্য তাঁকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে তাঁর খুদে কন্যা। আক্রমণকারীদের কাছে মিনতি করছে। হাত জোড় করে অনুনয় করছে তার বাবাকে যাতে রেহাই দেওয়া হয়। উল্টে তার হতে ধরে টেনে সরিয়ে দেওয়া হল। তাঁকে রাস্তা দিয়ে ও ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়ার পর পুলিশের হাতে তুলে দেয় মারমুখী জনতা। পরে দেখা যায় পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীনও তাঁকে আঘাত করা হচ্ছে।

অভিযোগকারী ব্যক্তির বক্তব্য, বুধবার দুপুর তিনটে নাগাদ তাঁর উপর চড়াও হয় কয়েকজন দুষ্কৃতী। তাঁকে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করতে শুরু করে এই দুষ্কৃতীরা। তারা অভিযোগকারীকে প্রাণে মারার হুমকি পর্যন্ত দেয়। পরে তিনি জানান যে তাঁকে পুলিশ বাঁচিয়েছে। মুসলিম সেই ব্যক্তির নাকি প্রতিবেশী এক হিন্দু পরিবারের সঙ্গে বিবাদ রয়েছে। এর আগে জুলাই মাসে নাকি এই দুই পরিবার একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল।

সূত্রের খবর, সম্প্রতি ঝামেলার সঙ্গে যুক্ত হয় বজরং দল। ওই মুসলিম পরিবারটির বিরুদ্ধে জোর করে ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ এনে তারা উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে বলে অভিযোগ। কানপুরের এক শীর্ষ পুলিশকর্তা রবিনা ত্যাগী জানান, ওই ভিডিও তাঁদের নজরে এসেছে। আক্রান্ত ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে। এরপরই রাহুল, আমন এবং রাজেশ নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও এই গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে থানার সামনে আবার বিক্ষোভ দেখিয়েছে বজরং দলের সদস্যরা।

ভিডিয়োটি নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর নেটাগরিকদের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন নিগ্রহকারীদের মুখ স্পষ্ট দেখা গেলেও তাঁদের কেন গ্রেফতার করা হয়নি? পুলিশ তার জবাব দেয়নি। তারা শুধু জানিয়েছে, ১২ জন অভিযুক্তের মধ্যে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী ও তাঁর ছেলে রয়েছেন। বাকি অভিযুক্তের পরিচয় জানা যায়নি।

ডেথ সার্টিফিকেটেও মোদির ছবি দেওয়ার দাবি মমতার



মীযান ডেস্ক: টিকা গ্রহণের সনদে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি দেওয়া নিয়ে শুরু থেকেই আপত্তি রয়েছে বিরোধীদের। এ নিয়ে বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এবার তিনি দাবি তুলেছেন, শুধু টিকা সনদেই কেন, মৃত্যু সনদেও (ডেথ সার্টিফিকেট) প্রধানমন্ত্রীর ছবি জুড়ে দেওয়া হোক।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, গত বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখে মুখি হয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেখানে তিনি বলেন, আমি কাউকে পছন্দ নাও করতে পারি। এরপরও তার ছবি কেন আমার টিকার সনদে বয়ে বেড়াতে হবে?

মমতার অভিযোগ, এর মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে। জোর করে টিকা সনদে প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেওয়া হচ্ছে। এরপরই কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, এবার তাহলে ডেথ সার্টিফিকেটেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেওয়া হোক।

ভারতে করোনা টিকা নেয়ার পর নির্ধারিত অ্যাপ থেকে এর সনদ সংগ্রহ করতে হয়। সেখানে দলমত, এলাকা নির্বিশেষে সবার সনদেই থাকছে নরেন্দ্র মোদির ছবি ও তার দেওয়া বিশেষ বার্তা। এ বিষয়ে বিরোধীদের অভিযোগ, মহামারি নিয়েও আত্মপ্রচারে নেমেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী।

তবে টিকা সনদে মোদির ছবি ও বার্তা থাকার যৌক্তিকতা নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী প্রবীণ পাওয়ার বলেছেন, টিকা সনদে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা ও ছবি জনস্বার্থে প্রচারিত। টিকা নেওয়ার পরেও উপযুক্ত আচরণ অনুসরণ করা উচিত। এর গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও বার্তা থাকে সনদে। এটি করোনাবিরোধী প্রচারকে আরও শক্তিশালী করছে।

মাদকের বড় ‘ট্রানজিট পয়েন্ট’ আসামে অভিযান

মীযান ডেস্ক: মায়ানমার থেকে ভারতে ঢোকা মাদকের বড় ‘ট্রানজিট পয়েন্ট’ হিসেবে বিবেচিত আসাম সম্প্রতি মাদকবিরোধী সাঁড়াশি অভিযানে নেমেছে।

ভারতের উত্তরপূর্ব রাজ্যটিতে চলমান এই অভিযানে এরই মধ্যে রেকর্ড পরিমাণ মাদক জব্দ হয়েছে; মে থেকে এ পর্যন্ত সেখানে মাদক সংশ্লিষ্ট প্রায় দুই হাজার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলোকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করা আসামের চার প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গেই মায়ানমারের বন্ধুর ও অরক্ষিত সীমান্ত আছে। মাদকবিরোধী সাম্প্রতিক অভিযানের জন্য রাজ্যটি ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনীতিকদের প্রশংসা পেলেও অভিযানে সন্দেহভাজন চোরাচালানিদের গুলি করাসহ মানবাধিকার লংঘনের যেসব অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে তুমুল সমালোচনাও চলছে।

মিজোরামের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন ও ভূখণ্ড নিয়ে চলমান বিরোধের সঙ্গে মাদক নিয়ে সংঘাতের সম্পৃক্ততা আছে বলেও দাবি করেছে আসাম। এই দুই রাজ্যের পুলিশকে সম্প্রতি একে অপরের দিকে গুলি ছুড়তেও দেখা গেছে।

উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ আসামেই চোরাকারবারিরা একত্রিত হয় এবং হেরোইন ও মেথামফেটামাইনের মতো মাদক মজুদ করে, বলছে পুলিশ। এর মধ্যে এক পঞ্চমাংশ স্থানীয়ভাবে বিক্রি হয়, বাকিগুলো চলে যায় ভারতের যেসব শহরে তুলনামূলক বেশি ধনীদের বাস, সেখানে।



আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক বোর্ড এবং জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক কার্যালয়ের (ইউএনওডিসি) তথ্য অনুযায়ী, এশিয়ার মেথামফেটামাইন বা ‘পাগলা মাদক’ ইয়াবা এবং হেরোইনের অন্যতম প্রধান উৎস মিয়ানমার। আসামের এখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিবেশী বাংলাদেশের কয়েক বছর আগেকার পরিস্থিতির মিল পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন ইউএনওডিসি’র দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিনিধি জেরেমি ডগলাস। অনিয়মিতভাবে অল্প কিছু ইয়াবা জব্দ হতো একসময়, এখন তুলনামূলক বড় চালান নিয়মিতই জব্দ হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে প্যাটার্নগুলো একইরকম, বলেছেন তিনি।

গত সপ্তাহে ভারতের পার্লামেন্টে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান সংক্রান্ত তথ্যেও দেশটিতে যে মাদকের ব্যবসা বিস্তৃত হচ্ছে তা জানানো হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ভারতের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্তে যতজনকে আটক করেছে তার তুলনায় মিয়ানমার সীমান্তে বেশি আটক হয়েছে বলেও ওই তথ্যে দেখা যাচ্ছে। আসাম চলতি বছর এখন পর্যন্ত যত মাদক জব্দ করেছে এবং যতজনকে গ্রেপ্তার করেছে তা আগের যে কোনো বছরের মোট জব্দ ও গ্রেপ্তারের চেয়ে বেশি।

মেতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে বেশিরভাগ জব্দ ও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ এ রাজনীতিক বলেছেন, মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানের ক্ষেত্রে পুলিশকে প্রয়োজন হলে সন্দেহভাজনদের ওপর গুলি চালানোসহ সবকিছু করার অনুমতি দিয়েছেন তিনি।

আসাম সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। মাদক বিক্রেতা ও বড় বড় চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী যতখানি কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তা নিতে বলেছি আমি, জুলাইয়ে জব্দ মাদক পুড়িয়ে ফেলার এক অনুষ্ঠানে এমনটাই বলেন এ বিজেপি নেতা।

শর্মার অনুমান, তার রাজ্যে কোটি কোটি ডলারের মাদক ব্যবসা হয়। রয়টার্স এ প্রতিবেদন নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও তাৎক্ষণিকভাবে তিনি রাজি হননি। আসাম পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত তিনমাসে রাজ্যে মাদকবিরোধী অভিযানে এক হাজার ৭৮৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে; এ সময় দুই জন নিহত ও পাঁচ জন আহত হয়েছেন এবং কয়েক কোটি ডলার মূল্যের মাদক জব্দ হয়েছে।

কোনো অপরাধই পুরোপুরি বন্ধ করা যায় না। আসামের ভেতর দিয়ে মাদক নিয়ে যাওয়াকে আইনি উপায়ে যতখানি কঠিন করে তোলা যায়, তা করা এবং আসামের তরুণদের কাছে মাদক সরবরাহ করা যেন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তাই আমাদের লক্ষ্য, বলেছেন আসামের স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং।

জুলাইয়ে মিজোরামের সঙ্গে প্রাণঘাতী সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তের নেতৃত্বে থাকা এ পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, মিজোরাম হয়ে মাদক (আসামে) নিয়ে আসা একটি চক্র মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দিকে থাকা নজর ঘুরিয়ে দিতে জুলাইয়ের সীমান্ত সহিংসতায় ইন্ধন দিয়েছিল। এ ভাষ্য প্রত্যাখ্যান করে মিজোরাম বলেছে, চলতি বছর তারা রেকর্ড পরিমাণ মেথামফেটামাইন জব্দ করেছে।

৩১ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে চলবে না লোকাল ট্রেন, নবান্নে বললেন মমতা

মীযান ডেস্ক: আগামী ৩১ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে কোভিড বিধিনিষেধ বহাল থাকবে। ওই সময় পর্যন্ত চলবে না লোকাল ট্রেন।নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

লোকাল ট্রেন কবে চলবে? লোকাল ট্রেনের দাবিতে একাধিক জায়গায় রেল অবরোধ হলেও এখনও অনড় অবস্থানেই রইলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবারও দফায় দফায় বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল দত্তপুকুর স্টেশন। শিয়ালদহবনগাঁ শাখায় দীর্ঘক্ষণ ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিলেন, এখনই চালু হচ্ছে না লোকাল ট্রেন।



এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মমতা বলেন, 'অনেকেই আমাকে লোকাল ট্রেনের কথা বলছেন। কিন্তু আমি বলছি, গ্রামে এখনও ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট হয়নি। আমরা অনেক কম ভ্যাকসিন পাচ্ছি। তাছাড়া সেপ্টেম্বরে যেহেতু থার্ড ওয়েব আসছে বলে বলছেন বিশেষজ্ঞরা, সেই অনুযায়ী ভ্যাকসিনেশন বাড়ানো হবে।' এরপরই মমতার সংযোজন, 'লোকাল ট্রেন চলছে না বলে অনেকের সমস্যা হচ্ছে জানি। কিন্তু আপনার জীবনের থেকে দামি নয় কিছু। লোকাল ট্রেন নিয়ে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আরও ১৫ দিন বিধিনিষেধ থাকবে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আরও বলেন, 'শহরতলিতে ৫০ ভ্যাকসিনেশন হলে লোকাল ট্রেন চালুর ভাবনা। প্রতিদিন ৩ থেকে ৪ লক্ষ ভ্যাকসিনেশন করা হচ্ছে।' এর আগেও মমতা বলেছিলেন, 'এখন ট্রেন চালালে করোনা আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে।' তবে লোকাল ট্রেন আরও কতদিন বন্ধ থাকবে সে ব্যাপারে কিছু বলেননি মমতা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ১। ২৫ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত সব মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পাবেন। বাংলা একদিন বিশ্ব বাংলায় পরিণত হবে।

২। অনেকে প্রশ্ন করছেন লোকাল ট্রেন কেন চলছে না? আমি জানি সাধারণ মানুষের কষ্ট হচ্ছে। সেজন্য মেট্রো, বাস চালু করে দেওয়া হচ্ছে। আরও কয়েকটা দিন কষ্ট করতে হবে। লোকাল ট্রেন চালাতে আরও কিছুদিন সময় নিচ্ছি। তৃতীয় ঢেউয়ের বিষয়টি দেখছি। অগাস্টের ৩১ তারিখ পর্যন্ত লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকবে।

৩। সাধারণ মানুষের দাবি মেনে ১১ থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ বন্ধ থাকবে। এতে মানুষের কোনও অসুবিধা হবে না।

৪। ভাইফোঁটার দিন থেকে চালু হচ্ছে দুয়ারে রেশন।

৫। তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা আছে, তাই আরও কিছু দিন কষ্ট করতে হবে

৬। সংক্রমণের হার কমেছে বাংলা।

৭। গ্রামাঞ্চলে টিকাকরণ বেড়েছে। ইতিমধ্যেই ৫০ শতাংশ টিকাকরণ হয়ে গিয়েছে।

৮। টিকা পাচ্ছি না, তাও সাধ্য মতো চেষ্টা করে যাচ্ছি।

হাইকোর্টে ৩ মাস পিছিয়ে গেল নন্দীগ্রামের ভোটের ফল মামলার শুনানি

মীযান ডেস্ক: নন্দীগ্রামের ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সেই আবেদনের শুনানি পিছিয়ে গেল উচ্চ আদালতে। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, নন্দীগ্রাম মামলার শুনানি ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। এ দিন হাইকোর্টের তরফে মামলায় স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়।

এ দিন শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী আদলতে বলেন, এই মামলাটি স্থানান্তরের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো হয়েছে। এর পর বিচারপতি শম্পা সরকার বলেন, যেহেতু সুপ্রিমকোর্টে এই মামলাটি পেন্ডিং রয়েছে, তাই আমি মামলার শুনানি দু'মাস পরে রাখছি। এর মধ্যে সব পক্ষ হলফনামা জমা দেবে। পরবর্তী শুনানি হবে ১৫ নভেম্বর।

মামলাটি প্রথমে বিচারপতি কৌশিক চন্দের বেঞ্চে ওঠে। কিন্তু বিচারপতিকে বিজেপি ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করে মমলা অন্যত্র সরানোর দাবিতে সরব হন মমতা। অবশেষে বিচারপতি চন্দ সেই মামলা থেকে অব্যাহতি নেন। তবে মন্তব্য করেন, 'এভাবে বিচারপতিকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ করা বিচারব্যবস্থাকে কলুসিত করার চেষ্টা মাত্র।' সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানাও করেন তিনি।

এদিন আদালতে শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী জানতে চান, সেই জরিমানার টাকা জমা পড়েছে কি? জবাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী বলেন, ইতিমধ্যে আদালতে জরিমানার টাকা জমা দিয়েছেন মামলাকারী।

নন্দীগ্রাম মামলা অন্যত্র সরে গেলে কলকাতা হাইকোর্টে আর শুনানির প্রশ্ন থাকবে না। সেক্ষেত্রে এদিনই ছিল কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শেষ শুনানি।

কৃষক-শ্রমিকদের ১৪ দফা দাবির সম্বলিত পোস্টার প্রকাশ ফিটুরের

মীযান ডেস্ক: ওয়েলফেয়ার পার্টির শ্রমিক সংগঠন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কৃষকশ্রমিক মজদুরদের স্বার্থে ১৪ দফা দাবি সম্বলিত পোস্টার প্রকাশ করা হয়। এদিন পেস্টার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফিটুর রাজ্য সভাপতি সেখ মোজাফফর, ওয়েলফেয়ার পার্টির রাজ্য কোষাধ্যক্ষ মামুন আকতার হোসেন, আধুল লতিফ, সেখ সরিফুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।



কৃষকশ্রমিক মজদুরদের স্বার্থে ১৪ দফা দাবিগুলি হল নিম্নরুপ—

১. পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য কমাতে হবে।

২.আয়করদাতা নয় এমন সকল পরিবারকে মাসিক নগদ ৫০০০ টাকা করে দিতে হবে।

৩. ভোজ্য তেল, ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য কমাতে হবে।

৪. পেট্রোল ডিজেলের উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত কর নেওয়া বন্ধ করতে হবে।

৫. রাজ্যে বন্ধ হয়ে থাকা সমস্ত কারখানা ও জুটমিলগুলো এখনই চালু করতে হবে।

৬.সংসদে জোর জবরদস্তি পাশ করানো শ্রমকোড বিল বাতিল করতে হবে।

৭.কৃষি ও কৃষক বিরোধী কৃষি আইন খারিজ করতে হবে।

৮. রাজ্যে কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন করতে হবে।

৯. এন রেগা প্রকল্পে ২০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করতে হবে। এই প্রকল্প শহরেও চালু করতে হবে।

১০. রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থার ঢালাও বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে।

১১. অসংগঠিত শ্রমিকদের সুরক্ষা সহ সার্বজনীন পেনশন চালু করতে হবে।

১২. প্রতিহিংসাপরায়ণ ও হয়রানিমূলক বদলী বন্ধ করতে হবে।

১৩. সরকারিবেসরকারি অফিস কল কারখানা থেকে কর্মী ছাটাই অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

১৪. আয় করদাতা নয় এমন পরিবার সহ কৃষকশ্রমিক পরিবারগুলির ইলেকট্রিক বিল মুকুব করতে হবে।

তিব্বত ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের নাক গলানো বন্ধ করা উচিত: চীন



মীযান ডেস্ক: তিব্বত ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের নাক গলানো বন্ধ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ভারতে নিযুক্ত চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র ওয়াং জিয়াওজিয়ান। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স অতুল কেশাপ দালাই লামার প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকের একদিন পর বুধবার তিনি এ মন্তব্য করেন।

নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় তিব্বত প্রশাসন (সিটিএ) বা প্রবাসী তিব্বত সরকারের প্রতিনিধি এনজিডুপ ডংচংএর সঙ্গে বৈঠক শেষে গত মঙ্গলবার কেশাপ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র তিব্বতের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা, নিজস্ব সংস্কৃতি আর ভাষাগত পরিচয় আদায়ের লড়াইকে সমর্থন করে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র দালাই লামার 'সবার জন্য সমান অধিকার'র ভাবনাকেও শ্রদ্ধা করে।

ধারাবাহিক টুইট বার্তায় চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র এই বৈঠকের সমালোচনা করে বলেন, তিব্বত ইস্যু চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এতে বিদেশি হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই সপ্তাহ আগে চীনের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন নয়াদিল্লিতে তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাই লামার এক প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন। আফগানিস্তান পরিস্থিতি, আঞ্চলিক সম্পর্ক জোরালো ও করোনা মোকাবিলা সংক্রান্ত বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার পরিধি বিস্তার নিয়ে আলোচনা করতে সেসময় ভারত সফর করেন ব্লিঙ্কেন।

১৯৫০ সালে তিব্বত দখল করে নেয় চীনের সৈন্যরা। এরপর থেকে ভারতে নির্বাসনে রয়েছেন তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা। তিনি আন্তর্জাতিকভাবে তিব্বতের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু চীন তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ করে।

সম্প্রতি চীনের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি নিয়ে বেশ সরব যুক্তরাষ্ট্র।

তুরস্কে অভিবাসী বিরোধী সহিংস বিক্ষোভ

মীযান ডেস্ক: তুরস্কে অভিবাসীবিরোধী সহিংস বিক্ষোভ হয়েছে। সিরীয় অভিবাসীদের বাড়িঘর, দোকান ও গাড়ি ভাংচুর করেছে বিক্ষোভকারীরা।

স্থানীয় এক কিশোর খুনের অভিযোগে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার পর এই বিক্ষোভ হল। বুধবার রাতে মারামারির ঘটনায় এক সিরীয় দুই তুর্কিকে ছুরিকাঘাত করার খবরকে কেন্দ্র করে সহিংসতার সূত্রপাত হয়। কয়েকশ' স্থানীয় বাসিন্দা রাজধানী আঙ্কারায় সিরীয় অভিবাসী ও শরণার্থীদের বসবাসের এলাকা ঘিরে ফেলে বলে জানিয়েছে বিবিসি। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওয় দেখা গেছে, এক দল মানুষ গাড়ি উল্টে ফেলছে, দোকানপাট ভাংচুর করছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ কিছু সিরীয়কে বাসে করে আশেপাশের এলাকায় সরিয়ে নেয়। বুধবার রাতে আঙ্কারার গভর্নরের দপ্তর জানিয়েছে, পুলিশ বাহিনীর জোর প্রচেষ্টায় সহিংস বিক্ষোভ শেষ হয়েছে।

তুরস্কের বেশ কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদ অভিবাসীদের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের দাবিতে প্রচার চালানোর কারণে সম্প্রতি দেশটিতে অভিবাসন বিরোধী মনোভাব প্রকট হচ্ছে। আফগানিস্তানে যুদ্ধের ফলে সেখান থেকে হাজারো আফগানের পালিয়ে গিয়ে তুরস্কে আশ্রয় নেওয়ার কারণেও সম্প্রতি উত্তেজনা বেড়েছে।

জাতিসংঘের হিসাবমতে, বিশ্বে দেশগুলোর মধ্যে তুরস্কেই বর্তমানে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আছে। তার মধ্যে সিরীয় শরণার্থী ৩০ লাখেরও বেশি।

MIJAN

15 August 2021

R.N.I. REGISTERED No. 30196/1991
Postal Registration No.
KOL RMS / 281 /2013-2015
Phone : 2249 0987, Fax: 2246 1482
Email: mizanweekly@gmail.com

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্টের পক্ষে সেখ নাসিম আলী কর্তৃক ২৭বি, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক এল. এস. পাবলিকেশন্স প্রা. লি., ৪, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-১৫ হইতে মুদ্রিত। **সম্পাদক : সেখ মুসিয়ার রহমান**

Publisher & Printer Sk Nasim Ali on behalf of Bangla Islami Prakashani Trust, 27B Lenin Sarani, Kol-13. Printed from LS Publications Pvt. Ltd., 4 Cannel West Road, Kol-15. **Editor: Sk Mushiar Rahaman**